হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে, তিনি তাহা আত্মসাৎ করিবেন—কিন্তু রাজনীতির প্রচণ্ড প্রতাপে তোমার আমার নরকদণ্ড খণ্ডিত হইবার নহে। বিচারকের যেমন দুইটি মূর্ত্তি আছে, একটিতে তিনিও তোমার আমার মত রাজার প্রজা, অন্যটিতে তোমার আমার বিচারকর্ত্তা রাজার প্রতিনিধি ; তদ্রূপ গুরুরও দুইটি মূর্ত্তি আছে, একটিতে তিনিও তোমার আমার মত মায়ামোহবিকৃত দশেন্দ্রিয়সমাযুক্ত জীব স্বরূপ অন্যটিতে মায়াতীত ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্ম শিব স্বরূপ ; রাজশক্তি লক্ষ্য করিয়া যেমন বিচারকের হস্তে রাজকর—সমর্পন, ব্রহ্মশক্তি লক্ষ্য করিয়াও তদ্রূপ গুরুদেবে পরম দেবতার উপাসনা। কিন্তু রাজশক্তির বিরোধি গুণাবলম্বী বিচারকের হস্তে রাজকর সমর্পণ করিলে তাহা যেমন রাজশক্তিতে সমর্পিত না হইয়া প্রজাশক্তিতে সমর্পিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তির বিরোধী গুণাবলম্বী গুরুর হস্তে রাজরাজেশ্বরীর উপাসনা সমর্পিত হইলেও তাহা ব্রহ্মশক্তিতে সমর্পিত না হইয়া দস্যু-শক্তিতেই সমর্পিত হইবার কথা, তাই ব্রহ্মাণ্ড রাজনীতির প্রচারকর্ত্তা রাজরাজেশ্বর গুরু নির্ব্বাচন বিধানে সমগ্র প্রজামণ্ডলে ঘোষণা করিয়াছেন—

কামাখ্যাতন্ত্রে—

অগম্যতস্তু লোকৈ র্য স্তত্র রুষ্টঃ সদাশিবঃ।
রাজস্বং দীয়তে রাজ্ঞে প্রজাভির্মণ্ডলাদিভিঃ॥
যথা তথৈব তস্মৈ তু শিষ্যদানসমর্পণং।
অত্রৈব গ্রাহকা হিংস্রা মণ্ডলাদ্যাঃ স্মৃতা যদি॥
অন্যদ্বারেণ দাতব্যং তাংস্তান্ সন্ত্যজ্য সর্ব্বদা।

যিনি সর্ব্ব সাধারণের অসম্মত পাত্র, তাঁহার প্রতি সদাশিব স্বয়ং রুষ্ট। প্রজাবর্গ যেমন মণ্ডল, বিচারক বা রাজকার্য্যপর্য্যবেক্ষক ইত্যাদির নিকটে রাজস্ব সমর্পণ করেন, শিষ্যগণও তদ্রূপ গুরুদেবের নিকটে ইষ্টদেবতার উপাসনা সমর্পণ করেন। কিন্তু সেই সকল মণ্ডল

প্রভৃতি রাজপুরুষগণ যদি স্বয়ং গ্রাহক বা হিংস্রক হয়েন, তাহা হইলে যেমন ঐ সকল হিংস্রক প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ বিশ্বস্ত সৎপাত্রে রাজকর অর্পণ করিতে হয়, তদ্রূপ শিষ্যগণও হিংস্রক বা আত্মম্ভরি অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ দৈবশক্তিহীন ষড়্‌বর্গবিজিত নরমাত্র গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার চরণে নিজসাধনা সমর্পণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, গুরুকুল! তুমি কুলগুরু কাহার প্রসাদে? চরাচরগুরুর আদেশ-বাহী বলিয়া ত তুমি গুরু, যাঁহার রাজনীতির বলে তুমি সমগ্র রাজ্যের দণ্ডধর, সেই রাজরাজেশ্বর আজ্ স্বয়ং তোমার প্রতি দণ্ডধর। তোমার নিকটে দণ্ডিত হইয়া আমি অন্য বিচারকের অধীনস্থ প্রদেশে গিয়া বাস করিতে পারি, কিন্তু তুমি যাঁহার নিকটে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছ, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া তুমি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? "অন্তর্মহীং বা যদি বোর্দ্ধমুৎপতেঃ সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি" স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে যেখানে কেন ধাবিত না হও, সেই খানেই দেখিবে বিরূপাক্ষের বিশাল শূল তোমার বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া অমোঘ উদ্যত রহিয়াছে। মূর্খ শিষ্য তোমার ভয়ে ভীত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার ভয়ে চন্দ্র সূর্য্য দেদীপ্যমান, বায়ু বহমান, যম নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত, সেই সৃষ্টিস্থিতিসংহার-ভৈরবের জ্বলন্ত কোপাগ্নিমণ্ডলে তুমি কোন্ নগন্য পরমাণুপরিমিত কীটাণুকীট? শিষ্য সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার অব্যাহতি আছে, কিন্তু দুর্দান্ত দস্যুগুরু! তোমার নিস্তার নাই। বিচারক! মূর্খ প্রজা আমি, আমার নিকটে তুমি বিচারক না হইয়াও বিচারক, কিন্তু রাজার নিকটে একজন ঘোরা-পরাধী প্রজা বই আর কিছুই নহ, আর যদি বিচারক বলিয়াই অভিমান থাকে, তবে এক জন সাধারণ প্রজা চোর হইলে তাহার যে দণ্ড হইবে, মনে কর বিচারক স্বয়ং চোর হইলে সে স্থলে কি হওয়া উচিত? তাই বলি, কলির দূত গুরুকুল! শিষ্যের কুলগুরু বলিয়া আর মৌরসী

পাট্টা দেখাইতে যাইও না। রাজকর আত্মসাৎ করা যদি রাজপুরুষের লক্ষণ হয়, বলিতে পার, তবে দস্যুবৃত্তি কাহার নাম? পূজ্যপাদ গুরুকুল! আজ্ তোমার যে দুর্ম্মতির এবং যে দুর্গতির দিন আসিয়াছে, তাহাতে কুলগুরু দূরে থাকুক তোমাকে গুরুকুল বলিতেও লজ্জা হয়। আজ্ গুরুর কুলের সন্তান কি না যাত্রার দলে সং দেন, নাটকে নায়িকা সাজেন, ষণ্ডামার্কের শিষ্য সাজিয়া চণ্ডালগুরুর পদস্পর্শ করেন—আবার তিনিই আসিয়া পরক্ষণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্রে পদস্থাপন করিয়া মহাশক্তির মহামন্ত্রপূত সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন—জগদম্বে! মা! তুমি কোথায়? অথবা মা সর্ব্বত্র, আমরাই কোথায়? মা যদি সর্ব্বত্র না থাকিতেন, মায়ের দৃষ্টি যদি সর্ব্বত্র বিস্ফারিত না হইত, মায়ের আজ্ঞা যদি সর্ব্বত্র প্রচণ্ড প্রভাবে নিজশক্তি বিস্তার না করিত, তাহা হইলে কি আজ্ ভারতের মুকুটমণি আর্য্যাবর্ত্তের শিরোরত্ন সিদ্ধ সাধক গুরুবংশ এই রূপে নির্ব্বংশ হইত? সর্ব্বার্থসাধিকার সাধককুল সাধনার অভাবে অর্থের জন্য এইরূপে নির্ম্মূল হইত? উগ্রতপা ব্রাহ্মণের সন্তানগণ এইরূপে কর্ম্মচণ্ডাল সাজিত? অন্ধকার গৃহকক্ষে অন্ধের কোন দুঃখ নাই, কিন্তু চক্ষুষ্মানের গৃহে প্রদীপ নিভিলেই বিষম বিভীষিকা, অনাচারে অনার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাধকের বংশে সাধনার অভাব হইলেই উচ্ছন্ন যাইবার কথা—তাই গুরুকুল! আজ্ তোমার ভিটায় দিনে দুই প্রহরে ঘুঘু চরিতেছে। ধর্ম্ম তাহা বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু কি মোহমদিরা পানেই তুমি মজিয়াছ যে, তোমার নেত্র আর উন্মীলিত হইবার নহে। আবার তুমিই কি না শিষ্যকে তোমার প্রণামের মন্ত্র শিখাইয়া দাও "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া" চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। মহাশ্মশানবাসিনি মা! ভৈরবদলে আজ্ঞা দাও! তাঁহারা এ পাপ ভস্মরাশি উড়াইয়া তোমার মণিদ্বীপ সিংহাসনে সচ্চিদানন্দ চিতাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ভারতের গভীর গাঢ় অজ্ঞান

অন্ধকার বিদীর্ণ করুন। মাতৃহারা সন্তানের দল এ ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেও আপন আপন পরিচিত পথ দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া মা! তোমার ঐ কোটি শারদচন্দ্র সুন্দর চারুচরণ সরোরুহে চিরশান্তি লাভ করুন।

গুরুগিরি।

ভারতের রাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিপ্লবের সৃষ্টি. গুরুগিরি শব্দের অর্থ গুরুব্যবসায় বা, গুরুত্ব-উপজীবিকা। অর্থ উপার্জনের যে সকল পথ আছে, তাহার মধ্যে গুরুব্যবসায় আজ্ কাল একটি প্রধান এবং প্রশস্ত পথ। এই পথে আসিয়া পরমার্থের সহিত অর্থের যোগ এবং উভয়ের যোগে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ পরমার্থের সহিত অর্থের যোগই হয় নাই, তাই এ অনর্থের সৃষ্টি, পরমার্থের সহিত অর্থ যুক্ত হইলে তাহাতে বরং সকল অনর্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবারই কথা। যাহা হউক এই ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি প্রভু, অন্যটি বিভু; তার পর আর এক সম্প্রদায় আজ্ কাল্ আসরে নামিয়াছেন—ইহাঁরা আবার স্বয়ম্ভু। প্রথম দুই দলের মধ্যে কোন্ দল কি এবং কে, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভু-দিগের কৃপাতেই "প্রভু" নামের সৃষ্টি হইয়াছে, এখন কাহারও একটা কিছু হইলেই লোকে তাহাকে "প্রভু" বলিয়া পরিচয় দেয়। বিভুর দল ত বিভু দেখাইয়া দেখাইয়া এখন নিজেরাই বিভু দেখিতে বসিয়াছেন।

ভাল মন্দ যাহাই হউক এ দুই দলেরই প্রথম সৃষ্টি শাস্ত্রমূলক; উহার পর তৃতীয় দল আবার কোন শাস্ত্রেরই ধার ধারেন না, "স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ"। ইহাঁরা "যোগ" দেন। পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদির মধ্যে অনেক চেষ্টায় কদাচিৎ কোন স্থানে এক আধটি যোগীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও কত সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া

"মুনি ঋষি" উপাধি পাওয়ার শত সহস্র বৎসর পরে তবে কোন দেবতার বা দেবসদৃশ কোন যোগীন্দ্র পুরুষের নিকটে যোগদীক্ষা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ্ কাল্ ঘাটে মাঠে যোগীর হাট বসিয়াছে, প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় "অমুক বাবু, অমুকবাবুর নিকটে যোগ লইয়াছেন"। যে যোগীর যোগভঙ্গভয়ে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা, ভুবনমোহন রূপের ছটা অন্তর্হিত করিয়া কেহ পশু কেহ পক্ষিণীরূপ ধারণ করিয়া দিগ্ দিগন্তে পালাইতেন, আজ কি না পিশাচ-সহচরী বারবিলাসিনীর উচ্ছিষ্টচণ্ডাল বিলাসবিহ্বল দেবধর্ম্মপরাঙ্মুখ উপনাস্তিকের দল সেই যোগীর পদে অভিষিক্ত। কলিরাজ! ধন্য তোমার অমোঘ প্রভাব! এ যোগে কোন দেবতার নাম নাই, রূপ নাই, মন্ত্র নাই, এক কথায় বলিতে গেলে উপাসনার সঙ্গে বড় একটা সংশ্রব কিছু নাই, তার পর জাতিভেদ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ সকলের ত সম্বন্ধই নাই। ইহার সাধনা শ্বাস প্রশ্বাস, আর সিদ্ধি ক্ষয়কাস যক্ষ্মা-কাস। আজ্ কাল্ বড় বড় স্থানে এরূপ সিদ্ধ পুরুষ প্রায়ই দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকের ত অভাবই নাই। আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণজ্ঞান-বিবর্জিত বিকৃতমস্তিক সমাজপরিত্যক্ত বিলাসী অসুরসম্প্রদায়ই প্রায়শঃ এ পথের পথিক। সর্ব্বনাশের কথা এই যে, ইহাঁরা এবং ইহাঁ-দিগের গুরু ও গুর্ব্বী সম্প্রদায় আর্য্যধর্ম্মের ধ্বজাধারী ততোধিক সর্ব্ব-নাশের সূত্রপাত এই যে পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানে স্ফীতবক্ষা অন্তঃসারশূন্য কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় অথচ ঘোর আলস্যপরতন্ত্র যুবকদল এইরূপ যোগ-শিক্ষার জন্য লালায়িত, কারণ এরূপ (ব্যারিং পোস্টে) ধর্ম্মের এই অভিনব আবিষ্কার। এই সুযোগের যোগে যোগ দিবার জন্য যুবকদল প্রায়ই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া (রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী) পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যাগত হইলে প্রায়ই তাঁহা-দিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় "অমুক পর্ব্বতে উঠিতে ২ তাহার শিখরে গিয়া দেখিলাম একটি গিরিগুহার মধ্যে একজন জ্যোতির্ম্ময়

যোগীন্দ্র পুরুষ সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিয়া আমার প্রাণ যেন গলিয়া গেল, আমি নিঃশব্দে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম, কিয়ৎকাল পরে যোগী ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন, আমি আবার প্রণাম করিলাম, মহাপুরুষ অমনি সস্নেহে হাঁসিয়া বলিলেন, বৎস ! আসিয়াছ ? তোমার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম, তোমার সমস্ত অবস্থা আমি যোগবলে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, হিমালয়ে আমার গুরু আছেন, ঐ শুন তিনি বলিতেছেন "বৎস ! তোমার নিকটে একজন ভবিষ্য যোগী উপস্থিত হইয়াছেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধক ! ভূতযোগীর মুখে যে ভবিষ্যযোগীর কথা শুনিলেন, ইনিই আমাদের বর্ত্তমান যোগী। আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, বনের মধ্যে বসিয়া যোগী বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন, আর হরিণ ব্যাঘ্র, হস্তী সিংহ, ইহারা গলাগলি ধরিয়া তাহা শুনিতে শুনিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে" ইত্যাদি ইত্যাদি। যোগী সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন কিন্তু সোহগের বীণাটি ছাড়িতে পারেন নাই। বলা অধিক যে, বক্তা যোগীরও একটি বীণা আছে। এই সকল ঘোর মিথ্যাবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিক প্রতারকের দল দিন দিন মূর্খ সম্প্রদায়ে প্রভুত্ব পাইয়া কুহকজাল বিস্তারে ক্রমে বুদ্ধিমান্ গণের বুদ্ধি পর্য্যন্তও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। লঙ্কার মায়াবী মহীরাবণ আর কোন উপায় না পাইয়া শেষে যেমন বিভীষণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হনূমান্‌কে বঞ্চনা পূর্ব্বক কটকমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবান্ রঘুনাথ ও লক্ষ্মণদেবকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, এই মায়াবী নাস্তিকের দলও তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া বুদ্ধিমানের বিশ্বস্তহৃদয় পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিয়া দিন দিন সমাজে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধিসাধনাময় আর্য্য-ধর্ম্মকে রসাতলে লইয়া যাইবার ফাঁদ পাতিয়াছে ! আর্য্যসমাজ ! এখনও বলিতেছি, মহীরাবণের মুখে ভক্তচূড়ামণি বিভীষণের কথা আর শুনিবার প্রয়োজন নাই। দেবদ্বেষী বেদদ্বেষী ধর্ম্মদ্বেষী অনার্য্যের

নিকটে যোগশিক্ষার কথা শুনিয়া আর ভুলিও না। তুমি হনূমানের মত দ্বারে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবে, কিন্তু মহীরাবণ অন্তঃকক্ষ হইতে তোমার হৃদয়মন্দিরের সার সর্ব্বস্বধন রামচন্দ্রের ন্যায় সনাতন ধর্ম্মকে রসাতলে পাঠাইবে। জানি আমরা, তাহাতেও ভয় নাই, কারণ সে পাতালেও রক্ষাকর্ত্রী স্বয়ং মা ভদ্রকালী, কিন্তু আশঙ্কা এই যে, জানিনা আবার কত দিনে তেমন ভক্তচূড়ামণি ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু আবার ইহাও জানি যে, যদি মহীরাবণ বধ করাই মায়ের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে; তথাপি বলি সমাজ! তুমি আত্মগাবধনতায় ভ্রান্ত হইও না, ধর্ম্মরাক্ষসকে কখনও নিজনিকেতনে স্থান দিয়া আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিও না, দ্বন্দযুদ্ধে দণ্ডায়মান ধর্ম্মকে আর এ সময়ে স্থানভ্রষ্ট করিও না।

প্রয়োজনের দায়িত্বে গুরুতত্ত্বপ্রসঙ্গে আমরা দুই এক কথা অতিরিক্তও বলিয়া ফেলিলাম। শেষে আমাদের শাস্ত্রমূলক গুরুব্যবহারী প্রভু ও বিভুবর্গের নিকটেও বলিয়া রাখিতেছি যে, তাঁহারাও ধীরে ধীরে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বয়ম্ভূদলেই অগ্রসর হইতেছেন। আমরা শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্রের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী উন্মার্গগামী পুরুষ সিদ্ধ হইলেও তিনি আমাদের নিকটে চক্ষুর শূল, নরকের কীট; কারণ ভগবদ্বাক্য অপেক্ষা কোন বাক্যই আমাদের নিকটে প্রমাণ নহে—ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি" শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধিলাভ দূরে থাক, অধিকন্তু নরকগমন অবশ্যম্ভাবী"। ব্যবসায়ি গুরুদল! তোমাদের ব্যবসায়ের শাস্ত্র মূল হইলেও ফল পল্লব পত্র পুষ্প সমস্তই শাস্ত্রবিবর্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশ কাল পাত্র কিছুর বিচার নাই, তোমরা যে, শিষ্য দেখিলেই "শিকার" বলিয়া মনে কর এবং "প্রাপ্তি মাত্রেণ ভোক্তব্যং" বলিয়া তাহার

স্কন্ধে গিয়া পড় ইহা কোন্ শাস্ত্রের ব্যবস্থা ? কালানলবিষধর সর্পও যদি কাহাকে দংশন করে, তবে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সে সর্প জ্বরে অভিভূত হইয়া থাকে। গতিশক্তির অভাবে সর্পগণ অধিকাংশই এই সময়ে হত হয়। উগ্রতপঃসম্পন্ন সাধকও যদি কাহাকেও দীক্ষিত করেন, তবে সেই দীক্ষা সময়ে তাঁহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাধনার যে তেজঃ শিষ্যশরীরে সঞ্চারিত হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ করিতেই গুরুকে দীক্ষা-দত্ত মন্ত্রের জপাত্মক পুরশ্চরণ এবং বিষয় বিশেষে বহুকালব্যাপী প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়, তবে তিনি পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন। আর বিকৃতির প্রতিমূর্ত্তি তোমরা যে মহানবমীর বলির ন্যায় এক এক দিনে এক এক বারে দশটি বিশটি করিয়া উদ্ধার কর, অগতির গতি প্রভুকুল ! বলিতে পার, তোমার গতি কি হইবে ? তুমি একাধারে দংশনে বিষধর, ভোজনে অজগর, মোহজ্বরে জর্জর, তার পর আবার এই আকণ্ঠপূর্ণ গ্রাস—কালদণ্ড হস্তে লইয়া শিয়রে যম দণ্ডায়মান। প্রভো ! একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দেখ, কালীয়দমন প্রভু আজ্ কালরূপে তোমার প্রভুত্ব পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, এখনও সময় থাকিতে শ্রীনাথের শ্রীচরণস্পর্শ করিয়া বল—অনাথনাথ দীনবন্ধো ! তোমার আজ্ঞা অবহেলনের ফল ফলিয়াছে। চরণাশ্রিত শরণাশ্রিত পাপীর পাপ খণ্ডিত করিয়া অনুগ্রহদণ্ডে দণ্ডিত কর, শ্রীচরণস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই”। আর তোমার পক্ষ হইতে আমরাও বলি, ভগবন্ ! ভূভারহরণই তোমার লীলার প্রধান উদ্দেশ্য, ভারতের গুরু-ভার আজ্ বড়ই বিষম গুরুভার। কৃপাময় ! তুমি ভিন্ন এভার হরণ করিবার আর কে আছে ? এই কালসর্প গুরুকুলের বিষমবিষাশ্রিত দীক্ষারূপ যমুনাজলে আর্য্যকুল জর্জ্জরিতপ্রায়, প্রভো ! এ সর্পের ফণামণি তোমার ঐ রক্তকমলরঞ্জিত বিমল চরণাম্বুজ রাগে একবার রঞ্জিত কর—চরণাঘাতে স্বার্থাভিসন্ধি বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া জম্বুদ্বীপ হইতে তোমার নিত্যরাসরমণ রমণকদ্বীপে পাঠাও। নরনারী বালক

বালিকা বিশ্বস্তহৃদয়ে দীক্ষাজলে অবগাহন করিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করুক। হিমবান্, নিষধ, বিন্ধ্য, সুমেরু, মাল্যবান্ প্রভৃতি অনেক গিরিই ভারতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু প্রভো! এ গুরুগিরির ন্যায় দুর্ব্বহ আর কোন গিরিই নহে। শুনিয়াছি, তুমি নাকি গোবর্দ্ধনগিরিধর, তাই আশা হয়, হয় চরণে, না হয় করে, তুমি এক দিন এ গিরি ধরিবে, কেননা ভারতের ভাগ্যক্রমে এ গিরিও আজ্ গো-বর্দ্ধন। ইহার দ্বারা কেবল গোজাতীয় মূর্খমণ্ডলীই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। দেবরাজের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য তুমি একবার গোবর্দ্ধন ধরিয়াছিলে, আবার নাথ! কলিরাজের দর্প চূর্ণ করিতে আর একবার ধরিতে হইবে। গিরি গোবর্দ্ধনরূপে তুমিই গোপের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলে, গুরুগোবর্দ্ধন রূপেও তোমাকেই আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতে হইবে। কালীয়দমন গোবর্দ্ধণ ধারণ উভয়ই তোমার লীলা, উভয় লীলার ক্ষেত্রই সুপ্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। লীলাময়! কেবল তোমারই অবতারের অপেক্ষা মাত্র। আর বলি, গিরীন্দ্ররাজনন্দিনি! মা! তুমিই বলিয়াছ মন্ত্রদাতা গুরু তোমার পিতারও গুরু পিতামহস্থানীয়, তোমার পিতৃকুল সেই গিরিকুলের গুরুগৌরব ভয়ে তুমি যদি এ গুরুগিরির প্রশ্রয় দাও, তবে অগত্যা তখন আমরা বাবা ভৈরবনাথের সম্মুখে দাঁড়াইব, শ্বশুরকুলে তাঁহার যত ক্ষমা আছে, দক্ষযজ্ঞই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তখন সেই প্রতীকার হইবেই হইবে, কিন্তু মা! তোমার পিতৃকুলে এ কলঙ্কগ্লানি গঞ্জনা চিরকাল রহিয়া যাইবে, তাই বলি, বাপের সুপুত্রী হইয়া এই বেলা ইহার উপায় দেখ! ঘরের কথা তোমরাই ঘরে ঘরে মিটাইয়া দাও।

গুরুকুল! শিষ্যরক্ষা করিবার জন্য গুরু হইতে চেষ্টা করিও না, আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিষ্য হইতে অগ্রসর হও, গুরুর প্রসাদে জগৎ তোমার শিষ্য হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া গুরুর উপাসনা করিতে হয়, নিজে যদি তাহা শিক্ষা করিতে, তাহা হইলে আর শিষ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তোমাকে এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। পিতৃ-

হন্তা পিতার আদর্শে শিক্ষিত হইলে সে পুত্রের হস্তে পিতার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাই গুরুপরাঙ্মুখ গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া তোমার শিষ্য আজ তোমার সর্ব্বনাশে উদ্যত, নিজ কর্ম্ম ফল নিজে ভোগ করিতে বসিয়াছ, ইহার জন্য দুঃখ করিয়া কি করিবে, তুমি নিজে যদি সিদ্ধ, অন্ততঃ সাধকও হইতে তাহা হইলেও তোমার শিষ্যের এক দিন না এক দিন সাধক হইবার কথা ছিল। তুমি যদি বৃন্দাবন বা কাশীস্থানে গুরুগৃহের দাস হইতে, দেখিতে আজ তাহা হইলে কাশী বৃন্দাবন শূন্য করিয়া অগণ্য নরনারী তোমার দ্বারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত; আর আজ্ সেই স্থলে তুমি কি না নামে গুরু, কার্য্যে দাস হইয়া বার্ষিক বৃত্তি রক্ষার জন্য জঘন্য ম্লেচ্ছবৃত্তি শিষ্যের দ্বারে পড়িয়া কুক্কুরের ন্যায় তাড়িত হও, অথবা তাহারই পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে, এই আশায় সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ম্লেচ্ছবৃত্তির অনুমোদন কর! এখনও যে তোমার শিরে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় না, জানিও সে কেবল কলি-যুগের অমোঘ প্রভাব। দুঃখের কথা বলিব কত? সুরা ও বেশ্যার বিলাসের ভোজে গুরু আজ্ পাচকের কার্য্যে ব্রতী, শিষ্যের ধারণায় গুরু সেখানে বিনা মূল্যের পৈতৃক ক্রীতদাস। ধর্ম্মরাজ! কৃতান্তদেব! নরক কি এত পূর্ণ হইয়াছে যে, এ সকল অধিকারীরও তথাতে স্থান সঙ্কুলন হয় না? ভগবন্! রক্ষা কর, এ মহাপাতকের স্রোতে অকালে মহাপ্রলয় ঘটিবে, সমাজ সংসার উৎসন্ন হইবে। গুরুগণ! ক্ষমা কর, আর এ নরকের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাই না। জগদম্বে! মা তুমি জগতের মা, সুপুত্র হউক, কুপুত্র হউক এ সকল মা তোমারই লীলা খেলা, জানি, তুমি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, তাই কাঁদিয়া বলি মাগো! কোলের ছেলে ধূলায় ফেলিয়া এ কি রঙ্গ দেখ মা? সজলজলদশ্যাম সুন্দরি! করুণাময়ি মাগো! একবার ঐ ত্রিভুবন ত্রিতাপ হরণ ত্রিনয়ন নির্ঝরের অজস্র করুণাবর্ষণে ভারতের গুরুকুল-কলঙ্ক পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া দাও, বরাভয়করাম্বুজ প্রসারণে অশান্ত সন্তানকুল কোলে

উঠাইয়া তাহার কুদৃষ্টিকলুষিত মলিননয়নে তোমার প্রেমাঞ্জনের রেখা দিয়া স্বস্বরূপে দেখা দাও। সর্ব্বার্থ সাধিকে! পরমার্থ স্বরূপিণি মা! তুমি শিবহৃদয়ের সর্ব্বস্ব সার সম্পত্তি। আজ জীব যদি সেই শিব-সাধন-সাধ্যধন শ্রীচরণের স্বত্বাধিকার লাভ করে, বিশ্বরাজরাজেশ্বরি! তবে তোমার সন্তান হইয়া সে কিসের নিঃস্ব? কোন্ নিঃস্বতার নিপীড়নে তাহাকে শিষ্যের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাড়িত হইতে হইবে? মা তুমি কোলের ছেলে কোলে করিয়া মা সাজিয়া দাঁড়াও, বিশ্বসংসার অগ্রে তোমার পদে নির্ভর করিয়া পরে তোমার পদ স্পর্শ করুক। শিষ্যজগৎ বুঝিয়া লউক যে, তোমাকে পাইলে তবে গুরুতত্ত্ব বুঝিবার কথা। তোমার তত্ত্ব অপেক্ষাও তোমার স্নেহময় রূপান্তর গুরুর তত্ত্ব গুরুতর। আর, তোমার সেই মায়ে পোয়ে নিগূঢ় কথা, সেই সাধের—সোহাগের আমন্ত্রণ—মন্ত্রতত্ত্ব, যে তত্ত্ব শুনিতে পাইলে—বুঝিতে পারিলে শিষ্যের শিষ্যত্ব গুরুর গুরুত্ব মন্ত্রের মন্ত্রত্ব তোমার সাধ্যত্ব ঘুচিয়া গিয়া একত্বে পরিণত হয়—যে খানে গিয়া কেবল "যৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে তৎ-ত্বমেব স্বরূপে" সকল গিয়াও যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, স্বরূপতঃ তুমিই তাহা এই মহাতত্ত্বের উদয়, তোমার সেই গূঢ়াদপি গূঢ়তম নিগূঢ় সোহাগের কথা একবার শুনাইয়া দাও, আমরা গুরুতত্ত্বে মন্ত্রতত্ত্বে তোমার তত্ত্বে একত্বে ডুবিয়া যাই। আর যদি সে সাধের ত্রিতত্ত্ব ঘুচাইতে নিতান্তই কাতর হও, তবে দয়া করিয়া সেই তত্ত্বই বুঝাইয়া দাও, কামাখ্যাতন্ত্রে কামাখ্যাকারী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন—

"আদাবনুগ্রহো দেব্যাঃ শ্রীগুরো স্তদনন্তরম্।
তদাননাত্ততো দীর্ঘা ভক্তি স্তস্যাঃ প্রজায়তে॥
ততোহি সাধনং শুদ্ধং তস্মাজ্ জ্ঞানং সুনির্ম্মলম্।
জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেৎ সত্যমিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥"

প্রথমতঃ দেবীর অনুগ্রহ হইলে, তবে শ্রীগুরুর অনুগ্রহ লাভ

হয়; অনন্তর, সেই গুরুমুখনিঃসৃত মহামন্ত্রের প্রভাবে পরম দেবীর পদাম্বুজে একান্ত ভক্তির সঞ্চার হয়। সেই ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবেই সাধন শুদ্ধ হয়; সেই বিশুদ্ধ সাধন বলেই বিমলজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়; সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবেই জীবের মহামোক্ষ লাভ হয়; ইহাই সত্য, ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়॥

শিষ্যলক্ষণ।

আজ্ কাল সংবাদপত্রের সম্পাদকের সমালোচনা করিবার যেমন কেহ নাই, অথচ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমালোচক, তদ্রূপ শিষ্য লক্ষণেরও সমালোচনা করিবার কেহ নাই, অথচ শিষ্যগণ সকল গুরুর সমালোচক। সম্পাদকের শাণিত শতমুখী লেখনীর ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও যেমন কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, বাচালবীর শিষ্যদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তদ্রূপ গুরু কুলের কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই, কেননা গুরু একমুখ, শিষ্য শতমুখ। গুরু হয় ত উর্দ্ধ সংখ্যা সংস্কৃত ভাষায় দুই একটি কথায় শিষ্যকে দুই একটি বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, শিষ্য হয় ত ম্লেচ্ছ ভাষায় উপহাস করিয়াই তাঁহাকে উড়াইয়া দিবেন। শিষ্য গুরুকে শাস্ত্রের কষ্টি পাথরে কসিয়া লইবেন, কিন্তু গুরুকে শিষ্যের গিণ্টী দেখিয়াই হা করিয়া থাকিতে হইবে, কারণ গুরুর সম্বল শুধু জ্ঞান, শিষ্যের সাহস্বল বি-জ্ঞান।

আজ্ কাল্ সমাজে কেমন একটা হৈ হৈ রব উঠিয়াছে যে, যথাশাস্ত্র গুরু আর পাওয়া যায় না। এতাবতা বোধ হয় যে যথাশাস্ত্র শিষ্যের আর অভাব নাই কিন্তু আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না গুরু দুর্ল্লভ কি শিষ্য দুর্ল্লভ? শতাবধি গুরুর মধ্যে একটি সদ্‌গুরু আজও দুর্ল্লভ নহেন, কিন্তু সহস্র শিষ্যের মধ্যে একটিও কি যথাশাস্ত্র শিষ্য পাওয়া যায়? এ ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা যেটি যেমন প্রয়োজন, 'বস্ব-

সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিশ্বজননী তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কি আহার করিবে এই চিন্তায় যিনি মাতার স্তন এবং স্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মপ্রাণ শিষ্যের জন্য গুরুর সৃষ্টি করেন নাই, ইহা অসম্ভব কথা। ফলতঃ যথাশাস্ত্র গুরু হইলে যেমন যথাশাস্ত্র শিষ্যের অভাব নাই, যথাশাস্ত্র শিষ্য হইলেও তদ্রূপ যথাশাস্ত্র গুরুর অভাব নাই, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" দেবতা তীর্থ দ্বিজ মন্ত্র দৈবজ্ঞ ভেষজ গুরু এই কয়েকটি বিষয়ে যাঁহার যেমন ভাবনা, সিদ্ধিও তাদৃশ হইবে অর্থাৎ এই কয়েকটি বিষয়ে যাঁহার যে পরিমাণে বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহার ফলও সেই পরিমাণে হইবে। আজ্ কাল্ অনুপযুক্ত গুরু বলিয়া অনেকেই গুরুকুলে ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে সুপটু, কিন্তু আমি শিষ্য হইবার কতদূর উপযুক্ত পাত্র, ইহা বিবেচনা করিবার লোক কয় জন আছেন, তাহা জানি না। তুমি আমি যে পরিমাণে উপযুক্ত, তাহাতে গুরুকুল মাত্রকেই অনুপযুক্ত মনে করা নিতান্তই আস্পর্দ্ধার বিষয়। সনাতন ধর্ম্মের পুনরান্দোলন-তরঙ্গ-তাড়িত অধীরহৃদয় যুবক বা কিশোর বৃন্দ ইতিহাস উপন্যাস অবন্যাস নবন্যাস অভিনয় ইত্যাদিতে বিজ্ঞ হইয়া গুরু নির্ব্বাচনে ব্যতিব্যস্ত। "গুরু" বলিতেই ইহাঁদের এক দলের অন্তঃকরণে সংস্কার এই রূপ যে "তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরে, বিজন গিরিগহ্বরে, বা লোকালয়ের অতীত কোন প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ মহারণ্যের পর্ণকুটীরে বদ্ধপদ্মাসন মুদ্রিতলোচন যোগিরাজ বসিয়া আছেন"। স্বীকার করিলাম তিনি সদ্গুরু, কিন্তু তাহাতে তোমার আমার ফল কি? অগাধগম্ভীর সমুদ্রগর্ভে অনন্ত রত্ন সুসজ্জিত রহিয়াছে সত্য, তাহাতে তোমার আমার লাভ কি? দ্বৈততরঙ্গ বিস্মৃত হইয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে ডুবিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তোমার আমার আশা কি? সত্য আমি পিপাসার্ত্ত এবং নদীতীরে উপস্থিত, কিন্তু তীরকচ্ছ

হইতে জল ত অনেক নিম্নে, আমি ইচ্ছা করিলে সেই উত্তুঙ্গ পর্ব্বত প্রায় বিকট তট অতিক্রম করিয়া জলে অবতীর্ণ হইতে পারি না, অথচ জল না পাইলেও জীবন রক্ষা হয় না, এখন উপায় কি ? আমি জল চাহিতেছি তাঁহার নিকটে, যিনি মধ্য-নদীর প্রবাহে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিপ্রবাহ সেই প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছে, যিনি আমার চক্ষে "যিনি" থাকিলেও তাঁহাতে আর "তিনি" নাই—আমার মত লক্ষ জীব নদীর তীরে বসিয়া মাথা কুটিলেও তিনি আর ফিরিয়া চাহিবেন না। হয় জগৎ রক্ষা হউক না হয় অকালে মহাপ্রলয় ঘটুক, তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিবেন না, সমগ্র জগৎ যাঁহার নিকটে তৃণ বলিয়াও গণ্য নহে, তুমি আমি কি তাঁহার নিকটে পরমাণু বলিয়াও গণ্য হইবার আশা করিতে পারি ? আমি জল পাইতে পারি তাঁহার নিকটে, যিনি স্থল অতিক্রম করিয়া জলে অবতীর্ণ অথচ অতল স্পর্শ প্রবাহে অনুপস্থিত। তাই শাস্ত্র তোমার আমার এবং সাধারণের জন্য বলিয়াছেন "সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থবেত্তাচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে" এবং দৈবে পৈত্রে বিমিশ্রেচ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ" অন্যথা, দ্বৈতভান যাঁহার নাই, তাঁহার নিকটে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ আকাশকুসুম বই আর কিছুই নহে। অনেকের সাধ যে, গৃহস্থ গুরুর মধ্যেও যদি যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ বৃহস্পতির ন্যায় গুরু পাই, তবেই দীক্ষিত হইব নতুবা নহে। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই যে, তাহা হইলে তাঁহাকেও রাজর্ষি জনক, বুধ এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের ন্যায় হইতে হয়। উচ্চ অভিলাষ সকলেরই হয় কিন্তু অসম্ভব আশা করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলে। উপন্যাসের তত্ত্ব না বুঝিয়া উপন্যাস পড়িতে গেলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় দুর্য্যোধন সাজিতে হয়। নভেলী ছাঁচে হৃদয় ঢালিয়া সেই আব্‌দার পূর্ণ করা আর গুরুচরণে শরণাপন্ন হইয়া সিদ্ধি সাধনার অধিকারী হওয়া এক কথা নহে। সেই জলাবগাহী

পুরুষ দ্বারা আমার উপকার হইতে পারে, যিনি জল হইতে স্থলে আসিয়া আমাকে জল দিতে পারেন, অথবা স্থল হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া জলে অবগাহন করিতে পারেন। লক্ষ কোটি সিদ্ধ পুরুষ জলমগ্ন থাকিলেও তাহাতে আমার কোন উপকার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অর্দ্ধমগ্ন বা প্রায়োমগ্ন অন্ততঃ জলাবতীর্ণ একজন কৃপাময় পুরুষকে পাইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি, তাই সর্ব্বাশ্রমীর পক্ষে গৃহস্থ গুরুই সুপ্রশস্ত। কেহ কেহ আবার এরূপ মনে করেন যে, গুরুর বিদ্যা বুদ্ধি কি পর্য্যন্ত কত দূর আছে, তাহা না বুঝিয়া দীক্ষিত হওয়া উচিত নহে. এই কথাটিতে কিন্তু হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। গুরু মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধি কি আছে না আছে, পাঠশালায় যাইবার পূর্ব্বেই যদি বালক তাহা বুঝিয়া উঠিল তবে আর পাঠশালায় যাইবারই বা প্রয়োজন কি ? যাঁহাকেই গুরু স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার নিকটেই নিজের অজ্ঞান অঞ্জলি দিতে হইবে, ইহাই গুরু শিষ্য জগতের নৈসর্গিক নিয়ম। নিজের অজ্ঞান না থাকিলে গুরু-করণের প্রয়োজন নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। গুরুর বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আর পিতা মাতার বাল্যলীলা দর্শন করিবার ইচ্ছা, একই কথা। পিতা মাতা কোন দিন বালক বালিকা থাকিলেও আমার পিতা মাতা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা যেমন যুবক যুবতী, তদ্রূপ গুরু কোন দিন অজ্ঞান থাকিলেও তোমার আমার দীক্ষার পূর্ব্বেই তিনি অগাধ জ্ঞানসাগর, অন্যথা শিষ্যের জ্ঞানদাতা গুরু নিজে অজ্ঞান হইলে তাঁহার নিকটে দীক্ষা অসম্ভব। আমি নিজ বুদ্ধি বলে সেই বিষয়ের পরীক্ষা করিতে পারি, যে বিষয়ে আমি স্বয়ং বিদ্বান্ কিন্তু যাহার বিন্দু বিসর্গও আমার অবিদিত, সেই বিষয়ের পরীক্ষা করা আর নিজের পরীক্ষা দেওয়া একই কথা। হইতে পারে, আমি অনেক বিষয়ে উপাধিধারী পরীক্ষোত্তীর্ণ পুরুষ, কিন্তু

তাহাতে গুরুকে পরীক্ষা করিবার অধিকার কি হইয়াছে ? গুরু হয় ত আমার ন্যায় উপাধিধারী পরীক্ষোত্তীর্ণ নহেন, তাহাতে বা কি ? আমি সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলেও সাধনাক্ষেত্রে গজমূর্খ—গুরু সর্ব্ব-বিষয়ে অশিক্ষিত হইলেও সিদ্ধি সাধনায় মহামহোপাধ্যায়। তাঁহার নিকটে আমি যাহা শিক্ষা লাভ করিব, তাহা আমার স্বপ্নেও অপরিচিত তাই লৌকিক বিদ্যার অভিমানে অন্ধ হইয়া গুরুর সেই মহাবিদ্যা—তত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষা করিতে যাওয়া বড়ই ধৃষ্টতা—বড়ই আস্পর্দ্ধা—বড়ই বিড়ম্বনার কথা। গুরুর নিকটে পরীক্ষা করিবার কিছু নাই, কিন্তু আজীবন পরীক্ষা দিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। ইহার পর আর এক দল আছেন, যাঁহারা খেয়োশ্বাদী অভিনয় বক্তৃতা বা লেখার ছটায় মুগ্ধ হইয়া দণ্ডে দশবার ধ্রুব প্রহলাদ হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ইহাঁরা আবার যোগ যাগ রূপ তপস্যা ইত্যাদি দুই চক্ষের বিষ দেখেন, মনে মনে ধারণা যে "অভিনয়ের কান্না কাঁদিয়াই হরিকে গলাইব, ভক্তির গন্ধও মনে প্রাণে থাক্ বা না থাক্, ভক্ত বলিয়া জগতে আদর্শপুরুষ হইব, কেননা শুনিয়াছি ভক্তের আর জপ তপ পূজা অর্চ্চা কিছুরই আবশ্যক নাই"। জ্ঞানের কথা ইহাঁদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাদ বিশেষ, কারণ জ্ঞানের ফল মুক্তি, ইহাঁরা ভক্ত, মুক্তি চাহেন না, কেননা বৈষ্ণবের পয়ারে লিখিত আছে "জ্ঞান হ'তে ভক্তি বড় মুক্তি তার দাসী" মুক্তি যেন ইহাঁদের জন্য কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, আর ইহাঁরা যেন বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন "দূর হ, তোকে চাই না"। আজ্ কাল্ হিন্দু ধর্ম্মের ধ্বজাধারী সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-পল্লীতে এই রূপ লোকই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা যত কেন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করুন, সপ্তাহান্তে এক দিন সন্ধ্যাকালে খোল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিলেই বে-কসুর খালাস। সেই "গোলে হরি বোল" ভিন্ন অন্য মন্ত্র বা উপাসনা ইহাঁদের মতে নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর অধিকারভুক্ত। যাহা হউক ধর্ম্মপ্রচারক গণের অনবধানতা ও

অপরিণাম-দর্শিতায় এবং নিস্পন্দ আর্য্যসমাজের কঠোর সহিষ্ণুতায় এই সম্প্রদায় দিন দিন যেরূপ প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহাতে আর্য্য সমাজের নামে অনার্য্যসমাজের সৃষ্টি যে অবশ্যম্ভাবিনী, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। এই উপপ্রহ্লাদের দল গুরু বলিতেই যণ্ডামার্ক বলিয়া মনে করেন, এবং গুরুকরণের যে প্রয়োজন নাই, প্রহ্লাদকেই তাহার নজির স্বরূপে প্রদর্শন করেন, কিন্তু ইহা একবারও ভাবিবার অবসর পান না যে, ভক্ত হইলেই যদি প্রহ্লাদ হওয়া যায় তবে এত কালের মধ্যে একটি বই আর প্রহ্লাদ জন্মিল না কেন ? অনন্ত চরাচরে ত ভগবানের অনন্ত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কৈ ? প্রহ্লাদের মত ত আর একটিও হইলেন না। হিরণ্য কশিপুর বধের জন্য ভগবান্ নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আর কাহারও সম্মুখে ত দাঁড়াইলেন না ? ভগবানের ভক্তি কি এতই একপক্ষপাতিনী যে, প্রহ্লাদ ভিন্ন আর অন্য কাহারও নিকটে নিজ বিভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না, ভক্তি লইয়াই যদি প্রহ্লাদের আদর হয়, তবে ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রহ্লাদের সংখ্যা করা কঠিন, এই স্থানে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের একটু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ব্রহ্মাদি দেবগণ হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়নে অধীর হইয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আরও কিছু কাল অপেক্ষা কর, যত দিন ইহার নিজ আত্মায় বিদ্বেষ না হইতেছে, তত দিন ইহার পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে না, আমিও বধ করিতে পারিতেছি না। দেবগণ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো ! জীবের ত কখনও আত্মার প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয় না, তবে ইহা কিরূপে সম্ভবে ? ভগবান্ বলিলেন ভয় নাই "আত্মাহি জয়তে পুত্রঃ" আমিই স্বয়ং উহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ চক্রিচূড়ামণির কৌশল বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন, ভগবান্ও দেবকার্য্য সাধনার্থ দৈত্যরাজের ঔরসে কয়াধুর গর্ব্ভে প্রহ্লাদ রূপে অবতীর্ণ হইলেন। এখন মনে কর, ভগবানের সেই সাক্ষাদ্ ভক্তাবতার প্রহ্লাদের যাহা

ঘটিয়াছিল, তোমার আমার বা অন্যের তাহাই ঘটিবে ইহা মনে করাও কি মহা পাপ নহে? হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য তিনি আপনি ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি আপনার অমোঘ ভক্তির অলৌকিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বলিয়া কি তুমি আমি তাহাই দেখাইব? হরি হরি হরি! তাহাই যদি ঘটিবে, তবে আর স্বয়ং তিনি কেন প্রহ্লাদ রূপে অবতীর্ণ হইবেন? আর প্রহ্লাদ রূপে অবতীর্ণ হইয়াই কি তিনি গুরুকরণ ব্যতিরেকে নিজ ভক্তির প্রকাশ করিয়াছেন? শাস্ত্রের অনভিজ্ঞগণ অনায়াসে প্রহ্লাদের গুরু নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন কিন্তু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত সাধুগণ জানেন যে হিরণ্যকশিপু যুদ্ধ যাত্রা করিলে কয়াধু এবং তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশার্থ দেবরাজ রক্ষকহীন দৈত্যপুর হইতে কয়াধুকে হরণ করিয়া যখন পলায়ন করেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ! গর্ভবতী রমণীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছেন এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? ইন্দ্র বিস্মস্ত-হৃদয়ে বলিলেন, তপোধন! একে ত হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে দেবরাজ্য বিধ্বস্তপ্রায়, আবার ইহার পরে পিতা পুত্র একত্র হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলে ত্রৈলোক্য উৎসাদিত হইবে, সেই আশঙ্কায় গর্ভসহ দৈত্যমহিষীকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, নতুবা উপায়ান্তর নাই। দেবর্ষি হাঁসিয়া বলিলেন দেবরাজ! ক্ষান্ত হউন, দৈত্যদৌরাত্ম্য নির্ম্মূল করিবার জন্যই এ গর্ভের আবির্ভাব, গর্ভ-ধ্বংস করিবার প্রয়োজন নাই, এই গর্ভ হইতেই সুরকুল-সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পুনরাসন্নিত হইবেন। ঋষিবাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক দৈত্যমহিষীকে পরিত্যাগ করিয়া দেবরাজ স্বস্থানে গমন করিলেন। কয়াধু তখন কাঁদিয়া ঋষির চরণে ধরিয়া বলিলেন, প্রভো! দেবরাজ আমাকে নিঃসহায় দেখিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহে এ বিপদে অব্যাহতি পাইলাম, কিন্তু এখন আমি

দৈত্যপুরে যাই কি উপায়ে ? সতী হইলেও কুলবতী রমণী একরূপে শত্রুহস্তগতা হইলে কেহ তাহার ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ এ বার্ত্তা অবগত হইলে দৈত্যরাজ নিশ্চয় আমাকে পরিত্যাগ করিবেন, প্রভো ! এইরূপে লোকলাঞ্ছিত পতিপরিত্যক্ত গর্ভভারপীড়িত দুর্ব্বিষহ জীবনে আমার ফল কি ? আবার গর্ভস্থ সন্তান সহ এ দেহ পরিত্যাগই বা করি কিরূপে ? পিতঃ ! এ ঘোরতর উভয় সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করুন্। দৈত্যরাজ—মহিষীর এই বিষম বিপদ্ দেখিয়া দেবর্ষি বলিলেন, মাতঃ ! নিজচরিত্রের কলঙ্কচিন্তা পরিহার করুন্, আমি সে বিষয়ে সাক্ষী রহিলাম, এক্ষণে হিরণ্যকশিপুর প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আপনি আমার আশ্রমেই অবস্থান করুন, পরে পতিসঙ্গে একত্র দৈত্যপুরে গমন করিবেন । দেবর্ষির আশ্বাস-বাক্য অনুমোদন করিয়া কয়াধু নারদের আশ্রমে অবস্থিত হইলেন, এই সময়ে দেবর্ষি, কয়াধুর প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকটে ভগবদ্ভক্তি-যোগ ব্যাখ্যা করেন। ভক্তাবতার ভগবান্ প্রহ্লাদরূপে মাতার গর্ভে থাকিয়াই দেবগুরু নারদকে গুরুপদে বরণ করিয়া তৎকালে নিজ-ভক্তি যোগ নিজে অভ্যাস করেন, সেই ভক্তিরই পরিণাম ভগবানের নরসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ। এখন মনে কর, ভক্তের আরাধ্য ধন ভগবানও নিজ ভক্তি নিজে শিক্ষা করিবার সময়ে নিজ ভক্তকেও যে ক্ষেত্রে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে আজ্ প্রহ্লাদের কেহ গুরু ছিলেন না, এ কথা বলিতে যাওয়া বড়ই অনভিজ্ঞতার পরিচয় । ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া অদ্ভুত তেজোময় নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিলেন, তিনি যে গুরুদত্ত উপদেশ ব্যতিরেকে নিজ ভক্তি যোগ নিজে প্রচার করিতে পারিতেন না, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে, কিন্তু তথাপি লোকমর্য্যাদা শিক্ষার জন্য ত্রৈলোক্য গুরু নিজে শিষ্য হইয়া নিজ শিষ্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া গর্ভ হইতেই সিদ্ধ রূপে আবির্ভূত হইলেন, এখন সাধকবর্গ

বুঝিয়া লউন, যাঁহার ভক্তির ভান করিয়া আমরা অভিমান করি, গুরুগৌরবরক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং কতদূর কূটচক্রান্তকারী, আর আজ কি না সেই প্রহ্লাদকে সাধারণ দৈত্যপুত্র রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার যে গুরুকরণ ছিল না, ইহাই আমরা নজীর দেখাইতে যাই—ধন্য আমাদের আস্পর্দ্ধা! ধন্য আমাদের বুদ্ধি বিদ্যা! ধন্য আমাদের অবশ্যম্ভাবী অধঃপাত!!! তাই বলি শিষ্যদল! দেবলীলায় দৈত্য-লীলায়, ব্রহ্মলীলায় জীবলীলার কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের সাথে হৃদয় চালিয়া নূতন প্রহ্লাদ সাজিও না, বামন হইয়া চন্দ্রধারণে হস্তক্ষেপ করিও না, পতঙ্গ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আপনি আপনাকে ভস্মসাৎ করিও না।

ইহার পর আর এক দল আছেন, তাঁহাদের মতে মানুষ কখনও মানুষের গুরু হইতে পারেন না, মানুষের গুরু ঈশ্বর, তিনি যখন যে উপদেশ দেন, অর্থাৎ বু দ্ধিরূপে হৃদয়ে উদয় হইয়া তিনি যে বৃত্তি পরিচালিত করিতে বলেন, সেই বৃত্তি চরিতার্থ করার নামই "তস্মিন্ প্রীতি স্তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"। এই দলেরই প্রেমিক শ্রেণী প্রকৃতিগুরুর শিষ্য। লতা পাতা, পাহাড়, পর্ব্বত, বন উপবন মেঘ বিদ্যুৎ, নদ নদী, সাগর সরোবর ইত্যাদি ইহাঁদিগের গুরু। ইহাঁরা "বল্ রে তরু! কা'র উদ্দেশে, গগণ ভেদ করে থাস্ ঊর্দ্ধ দেশে" বলিতে বলিতেই বিভুপ্রেমে গলিয়া গিয়া ঢলিয়া পড়েন, কেননা এমন গুরু আর হবার নয়। পাখী সকল উড়িয়া যায়, প্রকৃতির শিষ্য দেখেন, উহারা কেবল বিভুর কৃপাবিন্দু চায়। এই সকল নাটকের ছবি লইয়া সচেতন-সমাজ গঠিত নহে, সুতরাং ইহাদিগের সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে এই মাত্র বলি যে, ধর্ম্মে নভেল্ আর ভেল্ একই কথা, প্রকৃতির তরুও উঠিবে, পাখীও উড়িবে; কিন্তু বিকৃতির তরু ও পাখী তুমি ও আমি, তাহা দেখিয়া উঠিতে গেলেই বসিয়া পড়িব, উড়িতে গেলেই পড়িয়া মরিব।

অচেতন শিষ্যদল এই সকল অচেতন গুরুর প্রেমে কৃতার্থ হইতে পারেন, কারণ যেমন গুরু তেমনই শিষ্য, যেমন সাধনা তেমনই সিদ্ধি। ফলতঃ ইহারা একরূপ সুখে আছে ইহাদের সাধ্যও নিরাকার, সাধনাও নিরাকার, সিদ্ধিও নিরাকার। জীবত্ব হইতে যাহারা জড়ত্বে পরিণত হইতে চায়, এই রূপ গুরুসেবাই তাহাদের পক্ষে সদুপায়, কিন্তু মানবত্ব হইতে দেবত্বে পরিণত হইবার জন্য যাহাদের অমোঘ সঙ্কল্প, তাহাদের পন্থা স্বতন্ত্র। শূন্যময় ভাব মাত্র লইয়া যাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী নিত্য চৈতন্যরূপিণীর তত্ত্ব তাহাদিগের অনেক দূরে। তাই বলি সচেতন মানবসমাজ! তুমি সাবধান হইও, অচেতনের কুহক হইতে আত্মরক্ষা করিও!!!

কেবল প্রকৃতি বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষীর গুরু হইতে পারেন কিন্তু মানুষের নহে। গাভীর প্রসবের পর বৎস প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনি উঠিয়া গিয়া মাতার স্তন্য অন্বেষণ করিয়া লয় কিন্তু মানব-সন্তান প্রসূত হইলে পুত্রবৎসলা জননী প্রসববেদনা ভুলিয়া গিয়া স্বহস্তে স্তন ধরিয়া পুত্রের মুখে না দিলে শিশুর স্তন্যপানবৃত্তি চরিতার্থ হয় না। এক মাস যাহার বয়ঃক্রম হইয়াছে, এরূপ গোবৎসকেও জলমধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রকৃতির শিক্ষানুসারে সে আপনি সাঁতার দিয়া অনায়াসে জলপার হইয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু মানুষের দশবৎসর, বিশ বৎসরের ছেলে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দাও (মানুষের দেখাদেখি যদি সাঁতার না শিখিয়া থাকে) হাবু ডুবু খাইয়া তৎক্ষণাৎ সে ডুবিয়া মরিবে। এখন সাধক বুঝিয়া দেখুন,—প্রকৃতি-গুরুর ভরসায় থাকিয়া মানব গুরুর অভাবে ইঁদারা পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া যাহাদের এই দুর্গতি, তাহারাই কি না প্রকৃতি-গুরুর দোহাই দিয়া দণ্ডে দশ বার এক লম্ফে ভবসমুদ্র পার হইতে যায়, আপনি যায়, অন্যকে ডাকে। আবার ইহারাই কি না মানব বলিয়া পরোপকারিতার স্পর্দ্ধা করে। ভগবন্! ধন্য তোমার বিচিত্র লীলা!!! পশু পক্ষীর দেখাদেখি সাধ

করিলে যদি তাহা পূর্ণ হইবার হইত, তাহা হইলে প্রকৃতিশিষ্য ! তোমার দেহগঠনও তদ্রূপ হইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন এ দুঃখ করিয়া ফল কি ? ভাবের কান্না কাঁদিলে ত শৃঙ্গলাঙ্গুল পাকচক্ষুর উদ্‌গম হইবে না। মানবের কুলে যখন জন্মিয়াছ— তখন সুখে হউক, দুঃখে হউক, এবারের এ কয়েক দিন এই দেহেই কাটাইতে হইবে— তবে যেরূপ কঠোর সাধনা, তাহাতে গুরুর কৃপায় আগামী বারে অবশ্যই সাধ পূর্ণ হইবার কথা, কিন্তু বিশেষ ব্যস্ত হইলেও এবারে হইতেছে না ইহা স্থির নিশ্চয়। গুরু তোমার যখন দীক্ষার সময়েই ভুলিয়াছেন, তখন আর শিক্ষার সময়ে এখন কাঁদিয়া ফল কি ? ফলতঃ প্রকৃতির শিষ্য বলিয়া তুমি অভিমান কর, কিন্তু সেই প্রকৃতিতত্ত্বেই তুমি জন্মান্ধ, এই দুঃখই অসহনীয়। এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন জীব কে আছে, যে প্রকৃতির শিষ্য নহে ? জীবের প্রাথমিক জীবত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার পরব্রহ্মে বিলয় পর্য্যন্ত যাহা কিছু কায়িক, বাচনিক, মানসিক বৃত্তি ও ব্যাপার, ইহার সমস্তই প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে পরিচালিত। আহার নিদ্রা ভয় সংসর্গ এই চারিটি পশুবৃত্তিই কেবল প্রকৃতির নিয়ম, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা বুদ্ধিমানের কথাও নহে, শাস্ত্রের অনুমোদিতও নহে। স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন—" প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি " জীব সকল নিজ নিজ প্রকৃতির অনুগমন করে, নিগ্রহ তাহার কি করিবে ? সকল শিষ্যেরই মন্ত্র দেবতা ও আচার এক হয় না, চক্রবিচারে মন্ত্রোদ্ধারক্রমে যিনি যে মন্ত্রের অধিকারী হইয়াছেন, অদৃষ্টচক্রের বিচারক্রমে জন্মান্তরোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে যিনি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃতি যাঁহাকে যে আচারে যে মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই আচারে সেই মন্ত্রেই সিদ্ধ হইতে হইবে। প্রকৃতি যাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের আচারে থাকিয়াই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের কথা। স্থূল

দৃষ্টিতে পশুকে মানুষ করা যেমন অসম্ভব, আবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করাও তেমনই অসম্ভব। জীবের জন্মের পর প্রকৃতি যদি তাহার স্বত্বত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও এক দিন এ বর্ণ সঙ্কর-কল্পনার সম্ভাবনা ছিল, তাহা যখন নহে, গুরুর সঙ্গে যখন নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, তখন কিছুতেই প্রকৃতিশাসনের হাত এড়াইবার উপায় নাই—তবে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধঃপাতে যাইবার উপায় আছে ইহা সত্য। প্রকৃতির যাহা নির্দ্দেশ, তাহাতে সচেতন মানুষের গুরু সচেতন মানব ভিন্ন অচেতন পাহাড় পর্ব্বত কখনও হইতে পারে না, কিন্তু সেই মানবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সচেতন মানবকে গুরু বলিতে লজ্জা হয়—অথচ অচেতন পাহাড় পর্ব্বতকে গুরু বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়া ইহাও প্রকৃতির এক বিচিত্র লীলা!!! কেহ কেহ আবার সিদ্ধান্ত করেন, মন্ত্রশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে, ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতে গুরু করণের প্রয়োজন কি? শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রকে স্বয়ং গ্রহণ করিলে তাহাতে সিদ্ধি না হইবে কেন? আমরা গুরুতত্ত্বে যাহা বলিয়াছি, যদিও তাহাতেই প্রকারান্তরে এ কথার উত্তর করা হইয়াছে, তথাপি জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে ইহা যাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন, গুরুকরণ ব্যতিরেকে মন্ত্রশক্তি ফলপ্রদ হয় না, ইহা তাঁহারা স্বীকার না করিবেন কেন? কারণ মন্ত্রশক্তিও শাস্ত্রের আজ্ঞালব্ধ, গুরুকরণও শাস্ত্রের আজ্ঞালব্ধ, শাস্ত্রের একাংশ স্বীকার করিব, অপরাংশ স্বীকার করিব না, ইহা কোন্ আস্তিকতার পরিচয়? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরন্তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।

* * * *

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে! তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ।

দেবি! দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্নচ সদগতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।
অদীক্ষিতোপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ।
কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতি র্নৈব জায়তে॥

অপিচ—

উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ
ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি! দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা।

জপ সমস্ত দীক্ষামূলক, তপস্যা সমস্ত দীক্ষামূলক, দীক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ প্রভৃতি যে কোন আশ্রমে বাস করিবে। অদীক্ষিত অবস্থায় যাহারা জপ পূজাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, প্রিয়ে! পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় তাহাদের সেই সকল ক্রিয়া সফল হয় না। দেবি! দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সদ্‌গতিও নাই, সিদ্ধিও নাই, সেই হেতু সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইবে। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে সে ব্যক্তি রৌরব নরকে গমন করিবে। অতএব প্রযত্ন পূর্ব্বক তান্ত্রিক গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইবে। গ্রন্থে মন্ত্র দেখিয়া যে নরাধম গুরুকৃত দীক্ষা ব্যতিরেকে সেই মন্ত্র গ্রহণ করে, সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও তাহার নরক-যাতনার নিস্তার নাই। দেবেশি! দীক্ষা যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ লক্ষ ২ উপপাতক এবং কোটি কোটি মহাপাতককে ভস্মসাৎ করে॥

দীপ প্রজ্বলিত হইলে মানব আপনিই পদার্থ দেখিয়া লইতে পারে, তাই বলিয়া দীপ জ্বালিবার আবশ্যক নাই, ইহা বুদ্ধিমানের কথা নহে। শাস্ত্রীয় অধিকারভুক্ত হইলে সাধক মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে অচেতন মূর্ত্তিকেও চৈতন্যময় করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু সেই মন্ত্রশক্তিকে সচেতন করিবার জন্য প্রদীপের ন্যায় গুরুর প্রয়োজন

অবশ্য আছে। মন্ত্রশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে সত্য, কিন্তু গুরুব্যতিরেকে কাহার সাধ্য সেই মন্ত্রশক্তিকে জাগরুক করিয়া দিতে পারে? বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হইলে সে তখন দাহ্যপদার্থের পরিমাণ অনুসারে নিজ দাহিকা এবং প্রকাশিকা শক্তি সম্বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু অপ্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রজ্বলনের জন্য সেই দাহিকা এবং প্রকাশিকা শক্তির সমষ্টিরূপা অগ্নিশিখার যেমন প্রয়োজন, অদীক্ষিত অবস্থায়ও তদ্রূপ দীক্ষার জন্য সেই দৈবী এবং সাধিকা বা সিদ্ধিশক্তির সমষ্টি রূপ গুরুর প্রয়োজন, সে শক্তি সচেতন ভিন্ন অচেতনে থাকিতে পারে না। সচেতনের মধ্যেও আবার সর্ব্বাঙ্গীন সচেতন দেবতা বা দেবোপম মহাপুরুষেই তাহা সম্ভবে—তাই শাস্ত্রমতে লতা পাতা পাহাড় পর্ব্বতে না হইয়া সিদ্ধ বা সাধক পুরুষেই গুরুকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে—যে কোন রূপেই হউক দীক্ষা বা সাধনা শাস্ত্রোক্ত হইলেই তাহা গুরু ব্যতিরেকে কখনও সম্পান্ন হইতে পারে না। দেশের ইতিহাসে পথের বিবরণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা সত্য; কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ কোন বিপদ্ ঘটিলে তখন তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি? তাহার তত্ত্ব যেমন সেই পথের পূর্ণপরিচিত পুরুষ ভিন্ন অন্যের নিকটে জানিবার উপায় নাই, তদ্রূপ সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সাধনায় কোন দেববিড়ম্বনা ঘটিলে তখন সে ঘোর বিপদে রক্ষাকর্ত্তা গুরু ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "অভীষ্টদেবে রুষ্টেচ রক্ষণে সক্ষমো গুরুঃ। ন সমর্থা গুরৌ রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্বদেবতাঃ।" ইষ্টদেব রুষ্ট হইলেও গুরু তখন সাধককে রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হয়েন তাহা হইলে এক ইষ্ট দেবতা কেন? সমস্ত দেবতা একত্র হইলেও তাহার রক্ষা নাই। সাধনহীন সমাজে এ সকল কথার অর্থ সাধারণে না বুঝিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু এখনও ভারত বর্ষে অনেক স্থানে এমন অনেক ঘটনা নিয়ত ঘটিতেছে, যাহাতে ভগবান্ শ্রীকণ্ঠের স্বকণ্ঠনির্গত এই সকল অমোঘ আজ্ঞা পদে পদে প্রত্যক্ষ

হইতেছে, অনেক উচ্চকক্ষসমারূঢ় সাধক, সমস্ত সাধনোপায়সুসম্পন্ন থাকিতেও কেবল গুরুকোপে ভ্রষ্ট হইয়াই আকাশকক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় অধঃপতিত এবং নিষ্প্রভ হইতেছেন । আবার ইহাও অনেক দেখা যাইতেছে যে, সাধনাঙ্গের কোন উপপত্তি নাই, দেহশুদ্ধি বাক্-শুদ্ধি মনঃশুদ্ধি কিছু নাই, বিশেষ কোন সাধন নাই, ভজন নাই, আছে কেবল বিপদে সম্পদে "জয় গুরো! শ্রীগুরো!" ধ্বনি। কি জানি করুণাময়ীর কেমন করুণা, ইষ্টদেবতা স্বরূপে আজীবন তাঁহার উপাসনা করিয়াও যাহা ঘটে নাই, দেখিতে পাই গুরুরূপে অতি অল্পকাল মাত্র তাঁহার আরাধনা করিয়াই সাধক অনায়াসে সে ফল লাভ করিতেছেন। কঠোর সাধনা সমূহে সিদ্ধ হইবার জন্য যাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিজয়দুন্দুভি বাজিতেছে, বিভীষিকার বিকট অন্ধকারময় সমরাঙ্গনে উত্তাল ভৈরব নৃত্য করিবার জন্য যাঁহার বীরগর্ব্বিত পদদ্বয় ঘণ ঘণ স্পন্দিত হইতেছে, সংসারের ভীষণ ষড়্বর্গ সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য যাঁহার উদ্যত সিদ্ধিশক্তি বজ্রনির্ঘোষ হুহুঙ্কারে আস্ফালন করিতেছে, তিনি জানিয়াছেন বিজয়ভৈরবীর বিজয় ভৈরব কুমার কেবল একমাত্র গুরুভক্তি ব্রহ্মাস্ত্র বলেই ত্রিলোকের অজেয়। সেই জ্বলন্ত-অগ্নিময়ী পরীক্ষা দিতে যিনি অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন "গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ" শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি ।
তৎ সম্মতং ভবেদ্বেদৈ র্মহারুদ্রবচো যথা ।

গুরু যদি তন্ত্র বিরুদ্ধ আজ্ঞাও করেন, তবে তাহাকেই মহারুদ্র-বাক্যের ন্যায় বেদসম্মত বলিয়া জানিবে।

শাস্ত্র যেখানে কুণ্ঠিত, শস্ত্র যেখানে লুণ্ঠিত, লৌকিক সমস্ত উপায় যেখানে নিরস্ত, অধিক কি, বরদানোদ্যত দেবতা পর্য্যন্ত যেখানে নিজ অমোঘ ইচ্ছা সঙ্কুচিত করিয়া পশ্চাৎপদ, বিভীষিকার সেই তাণ্ডবনৃত্যপ্রাঙ্গনে ভীষণাদপিভীষণতম নির্ম্মম মহাশ্মশানে,

যেখানে সর্ব্বমঙ্গলা মা থাকিতেও এ অনন্ত চরাচরে "আমার" বলিয়া রক্ষা করিতে তখন আর কেহ নাই, বিষ্মভৈরব বেতাল সিদ্ধ ভূত বটুক ডাকিনী যোগিনীগণমণ্ডিত সেই অমাবস্যার গভীর ঘোর নিশীথ অন্ধকারে সাধকের তীব্র তপস্তেজঃও যখন নিষ্প্রভ হইয়া আইসে, বীরেন্দ্রের অটল বীর হৃদয়ও যখন সভয়ে টলিতে থাকে, মন্ত্রচৈতন্যশববক্ষে সাধকের বদ্ধপদ্মাসনের নিবিড় বন্ধনও যখন শিথিল হইতে থাকে, অবসন্ন অন্তঃকরণে বীর যখন নিজ আসনে বিষম ভূমিকম্প অনুভব করিতে থাকেন, এই পতন ঘটিল, আর রক্ষা নাই, এই বার নিশ্চয় চূর্ণ হইলাম, মৃত্যু মূর্চ্ছায় গ্রাস করিল—এমন সময়েও সাধক যদি একবার নিমেষের জন্যও হৃদয় সরল করিয়া উদ্ধহস্তে প্রাণের কবাট খুলিয়া "দোহাই গুরুদেব! রক্ষা কর!" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দেন, তৎক্ষণাৎ সাধকের শাস্ত্রীয় সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গিয়া, নিজ কটাক্ষে নিখিল বিঘ্নরাশি বিদূরিত করিয়া গুরুরূপিণী জগজ্জননী দ্বিভুজের পরিবর্ত্তে তখন দশভুজ প্রসারণ করিয়া "আয় বাছা! আর ভয় নাই" বলিয়া সাধককে সেই অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়া ধন্য করেন, সাধক সেই দিনে শেষপরীক্ষা করেন, গুরু বড় কি, মা বড়। তাই বলি ভাই সাধক! কবে তোমার সে দিন আসিবে। যে দিন মায়ের স্বরূপে গুরু মিশিবেন, গুরুর স্বরূপে মা মিশিয়া যাইবেন, আর তুমি সেই উভয় স্বরূপে এক করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আপনি আত্মহারা হইবে! করুণাময়ি! একবার করুণাকটাক্ষে ফিরিয়া চাও, তোমার সাধের ভারতের সাধককুলের হৃদয়তেজঃ একবার উজ্জ্বল করিয়া দাও, পিতৃরূপে গুরু হইয়া মাতৃরূপে দেখা দিয়া পুত্ররূপের সিদ্ধি সাধনা পূর্ণ কর, আর আমরা সেই প্রসাদের দাস হইয়া আনন্দে নাচিয়া গাই—

কেউ তোমায় সাধে না শ্যামা। তুমি, আপনি সাধ আপন সাধ,
তুমি, আপন সুখে আপনি মেতে যেমন হাস, তেমনি কাঁদ।

সকল শাস্ত্রের মতামত কি, তাহা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া শুঝিয়া বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে বৃদ্ধকালে সিদ্ধি সাধনায় বদ্ধপরিকর হইব এই সাহসে বুক বাঁধিয়া একদল অনুসন্ধিৎসু সম্প্রদায় বসিয়া আছেন। ইহাঁদের উদ্যম দেখিয়া বোধ হয়, মার্কণ্ডেয় দধীচি বলিরাজ ভীষ্মদেব প্রভৃতি চিরজীবিগণ ইহাঁদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ হইবেন, মৃত্যুর কথা যেন ইহাঁদের জন্মকোষ্ঠীর বহির্ভূত। এই দল লক্ষ্য করিয়াই কবিগণ বলিয়াছেন " সমুদ্রে প্রান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ " সমুদ্রের ঘোর তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে তবে স্নান করিব, এ বুদ্ধি বর্ব্বরদিগেরই ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই কুলার্ণবতন্ত্রে দেবদেবীসংবাদে ভগবান্ বলিয়াছেন—

আত্মৈব যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ
কোঽন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মানং তারয়িষ্যতি ॥ ১ ॥
ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২ ॥
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবত্তত্ত্বং সমভ্যসেৎ।
সন্দীপ্তে ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩ ॥
ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগা তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥
যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥
কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখদুঃখৈর্জনো হন্ত ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
জাতানাপদ্গতানার্ত্তান্ দৃষ্ট্বাতিদুঃখিতান্ মৃতান্
লোকো মোহসুরাং পীত্বা ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িচ্চঞ্চলমায়ুশ্চ কস্য কস্মাদহো ধৃতিঃ ॥ ৮ ॥

গতং জীবিতমিত্থঞ্চ নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী।
বাল্যরোগ জরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলং ॥ ৯ ॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যে ভয়স্থানং হা নরঃ কেন হন্যতে ॥ ১০ ॥
তোয়ফেণসমে দেহে জীবে শকুনিবৎ স্থিতে
অনিত্যে প্রিয়সংসারে কথং তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ ॥ ১১ ॥
অহিতে হিতবুদ্ধিঃ স্যাদধ্রুবে ধ্রুবচিন্তকঃ।
অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী স মৃত্যুং ন হি বেত্তি কিং ॥ ১২ ॥
পশ্যন্নপি ন পশ্যেৎ স শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥
সন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
মৃত্যুরোগমহাগ্রাহে ন কিঞ্চিদপি বুধ্যতি ॥ ১৪ ॥

আত্মা যদি আত্মাকে অকল্যাণ হইতে নিবারণ না করে, তবে জগতে কে এমন হিতকর আছে যে, আত্মাকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে ? ॥ ১ ॥ ইহলোকেই যে ব্যক্তি নরকরূপ ব্যাধির চিকিৎসা না করে, সে আর পীড়িত হইয়া পরলোকে সেই ঔষধহীন দেশে গিয়া কি করিবে ? ॥ ২ ॥ যতক্ষণ এ দেহ অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যেই পরতত্ত্বের অভ্যাস করিবে, ইহার পর, এমন দুর্ম্মতি কে আছে যে, গৃহ জ্বলিয়া উঠিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য তখন কূপ খনন করিতে আরম্ভ করে ॥ ৩ ॥ জীবকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যাঘ্রীর ন্যায় বদন ব্যাদান করিয়া জরা অপেক্ষা করিতেছে, ভগ্নঘটে অবস্থিত জলের ন্যায় নিয়ত পরমায়ুঃ ফুরাইতেছে, গৃহাক্রমণকারী শত্রুর ন্যায় রোগ সমস্ত নিরন্তর আঘাত করিতেছে, সেই হেতু যত শীঘ্র সম্ভবে, নিজ শ্রেয়ঃসাধনে নিযুক্ত হইবে ॥ ৪ ॥ যতক্ষণ দুঃখ আসিয়া আশ্রয় না করে, যতক্ষণ আপদ্ সকল উপস্থিত না হয়, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয় তাহারই মধ্যে শ্রেয়ঃসাধন করিবে ॥ ৫ ॥ নানা কার্য্যে

কাল অতিবাহিত হইলেও তাহা জানা যায় না, সংসারসম্ভব সুখ দুঃখেই জীব হত হয় কিন্তু কি সে আত্মার হিতপথ, তাহা তখনও অবগত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥ কত জীব, জাত আপদ্‌গত আর্ত্ত দুঃখিত এবং মৃত হইতেছে, এ সমস্ত দেখিয়াও মোহমদিরা পানে উন্মত্ত জীব কিছুতেই আপন হিত জানিতে পারে না ॥ ৭ ॥ সম্পৎ সকল স্বপ্নসদৃশ, যৌবন কুসুমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, পরমায়ুঃও বিদ্যুতের ন্যায় গতিশীল, কাহার ইহা দেখিয়া কিসের জন্য ধৈর্য্য থাকিতে পারে ? ॥ ৮ ॥ মানবের পূর্ণ পরমায়ুঃ শতবৎসর, নিদ্রাই তাহার অর্দ্ধহারিণী, তার পর অবশিষ্ট অর্দ্ধ যাহা থাকে, বাল্য রোগ জরা দুঃখ ইত্যাদির দ্বারা সে অর্দ্ধও নিষ্ফল ॥ ৯ ॥ অবশ্য যাঁহার আরম্ভ করিতে হইবে, সে বিষয়ে নিরুদ্‌যোগ, যে সময়ে জাগিয়া থাকিতে হইবে, সেই সময়ে প্রসুপ্ত, যাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাতেই ভয় স্থান, হা ! নর কি দুর্ভাগ্যবশতঃই এরূপে হত হয় ॥ ১০ ॥ তোয়ফেনের সমান এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে, পক্ষীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জীবনে, এই চির অনিত্য সংসারকে প্রিয় ভাবিয়া জীব কেমন করিয়াই নির্ভয় হইয়া অবস্থিতি করে ? ॥ ১১ ॥ অহিত বিষয়ে হিতবুদ্ধি হয়, অধ্রুব পদার্থে ধ্রুব চিন্তা করে, অনর্থে পরমার্থ জ্ঞান করে, তথাপি কি, নিজ মৃত্যু নিজে বুঝিতে পারে না ! ॥ ১২ ॥ দেবি ! তোমার মহামায়ায় মোহিত হইয়া জীব দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, পড়িয়াও জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ মৃত্যুরোগ—মহাকুম্ভীরকুল—সঙ্কুল গম্ভীর কালসাগরে এই সমগ্র জগৎ নিয়ত নিমগ্ন হইতেছে, কিন্তু তথাপি কাহারও কিছু বুঝিবার সাধ্য নাই ॥ ১৪ ॥ এইরূপে যাহা বুঝিয়াও বুঝিবার নহে তাহাই বুঝিয়া শুঝিয়া পণ্ডিত হইয়া তবে দীক্ষিত হইব, এই আশা যাঁহারা করেন, ধন্য তাঁহাদিগের বিধাতাকে হাসাইবার ক্ষমতা ! ইহার পর দর্শন তর্ক বেদ বেদান্ত পড়িয়া তবে দীক্ষিত হইব এ আশা আরও ভয়ঙ্কর। কুলার্ণবে ভগবান্ বলিয়াছেন—

ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে ।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিযন্ত্রিতাঃ ॥ ১ ॥
বেদার্থমপরিজ্ঞায় দহ্যমানা ইতস্ততঃ ।
কালোর্শ্মিনা গ্রহগ্রস্তা স্তিষ্ঠন্তি হি কুতর্কিকাঃ ॥ ২ ॥
বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি চ ।
বিড়ম্বকস্য তস্যাপি তৎসর্ব্বং কাকভাষিতং ॥ ৩ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয় মিতিচিন্তাসমাকুলাঃ ।
পঠন্ত্যহর্নিশং দেবি! পরতত্ত্বপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪ ॥
কাব্যচ্ছন্দোনিবন্ধেন বাক্যালঙ্কারশোভিতাঃ ।
চিন্তয়া দুঃখিতা মূঢ়া স্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥
অন্যথা পরমং তত্ত্বং জনাঃ ক্লিশ্যন্তি চান্যথা ।
অন্যথা শাস্ত্র সদ্ভাবো ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি চান্যথা ॥ ৬ ॥
কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং স্বয়ং নানুভবন্তি হি ।
অহঙ্কারহতাঃ কেচিদুপদেশবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭ ॥
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্ল্লভা ভাববেদকাঃ ।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্ব্বীপাকরসং যথা ॥ ৮ ॥
শিরো বহতি পুষ্পাণি গন্ধং জানাতি নাসিকা ।
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদন্তি পরস্পরং ॥ ৯ ॥
তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতি ।
গোপঃ কক্ষগতং ছাগং কূপে পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১০ ॥
সংসারমাত্মনাশায় শব্দবোধো নহি ক্ষমঃ ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপরেখয়া ॥ ১১ ॥
প্রজ্ঞাহীনস্য পঠতো যথান্ধস্য দর্শনং যথা ।
দেবি! প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১২ ॥
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন ।
তত্ত্বমীদৃক্ তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্ ॥ ১৩ ॥

মদিরাপানশূরাদ্যৈ স্তৈ র্বিখ্যাত মানবাঃ ।
ঈদৃশ স্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ কথ্যতে জনৈঃ ॥ ১৪ ॥
প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্ত্তায়া গ্রহণং প্রিয়ে ! ।
এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়া স্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্ব্বতঃ শ্রোতু মিচ্ছতি ।
দেবি ! বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥
বেদাদ্যনেক শাস্ত্রাণি স্বল্পায়ু র্বিঘ্নকোটয়ঃ ।
তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাম্ভসি ॥ ১৭ ॥
অভ্যস্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা হি বুদ্ধিমান্ ।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রং পরিত্যজেৎ ।
যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্ ॥ ১৮ ॥
ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তি র্ন শাস্ত্রপঠনাদপি ।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১৯ ॥
ন বেদাঃ কারণং মুক্তে র্দর্শনানি ন কারণম্ ।
তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥ ২০ ॥
মুক্তিদা গুরুবাগেকা বিদ্যাঃ সর্ব্বা বিড়ম্বকাঃ ।
কাষ্ঠ ভার প্রমাদস্মাদেকং সঞ্জীবনং পরম্ ॥ ২১ ॥
অদ্বৈতন্তু শিবেনোক্তং ক্রিয়ায়াসবিবর্জ্জিতম্ ।
গুরুবক্ত্রেণ লভ্যেত নাধীতাগমকোটিভিঃ ॥ ২২ ॥

প্রিয়ে ! পশুপাশনিযন্ত্রিত মূঢ়গণ ষড়্দর্শন-মহাকূপে পতিত হইয়াই পরমার্থ কি, তাহা জানিতে পারে না ॥ ১ ॥ বেদার্থের অপরিজ্ঞান হেতু কুতার্কিকগণ সংশয়ানলে দহ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে, কালতরঙ্গপ্রেরিত হইয়া মৃত্যুরূপ কুম্ভীরের করাল কবল মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে ॥ ২ ॥ বেদাগম পুরাণের অভিজ্ঞ অথচ পরমার্থের অনভিজ্ঞ, এতাদৃশ পরবিড়ম্বক পণ্ডিতের যাহা কিছু উক্তি, সে সমস্তই কাকচীৎকার বলিয়া

জানিবে ॥ ৩ ॥ এইটি জ্ঞান, এইটি জ্ঞেয়, এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তাহারা অহর্নিশ শাস্ত্রপাঠ করে। কিন্তু দেবি ! পরমতত্ত্বে চিরকালই পরাঙ্মুখ থাকিয়া যায় ॥ ৪ ॥ কাব্য শাস্ত্রের ছন্দোবন্ধে এবং অলঙ্কারে অনেকে বাহিরে সুশোভিত হয়, কিন্তু সেই সকল ব্যাকুলেন্দ্রিয় মূঢ়গণ অন্তরে চিন্তিত এবং দুঃখিত হইয়াই কালযাপন করে ॥ ৫ ॥ পরমার্থ তত্ত্ব একরূপ, জীবগণ তাহা জানিবার জন্য কষ্ট সহকারে চেষ্টা করে অন্যরূপ, শাস্ত্রের ভাব একরূপ, তাহারা ব্যাখ্যা করে অন্যরূপ। উন্মনীভাবের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং তাহা অনুভব করে না। অহঙ্কারহত সুতরাং গুরূপদেশবিবর্জিত হইয়া কেহ কেহ বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করে, কিন্তু তাহার যথার্থ ভাববেত্তা বড়ই দুর্লভ। দর্ব্বী [হাতা] যেমন পাকের রস জানে না অথচ তাহার দ্বারাই পাক হয়, মস্তক যেমন পুষ্প বহন করে, কিন্তু তাহার গন্ধজ্ঞান হয় নাসিকায়, তদ্রূপ ইহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব যাহা, তাহা সাধু সাধকগণই অনুভব করেন। ইহাদের কার্য্য শাস্ত্র অধ্যয়ন, কিন্তু তাহার ফল কেবল পরস্পর বিবাদ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ মূঢ় জীব নিজ আত্মস্থ তত্ত্ব না জানিয়া কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নেই মুগ্ধ হয়, দুর্মতি গোপ যেমন নিজ কক্ষে অবস্থিত ছাগকে কূপস্থ জলের ছায়ায় দর্শন করে ॥ ১০ ॥ শাস্ত্রীয় শব্দজ্ঞান কখনও সংসারের [সংসারের মূল কারণ মায়ার] নাশে সমর্থ হইতে পারে না, যেমন চিত্রিত প্রদীপের তেজোরেখায় গৃহস্থিত অন্ধকার কখনও দূর হয় না ॥ ১১ ॥ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ, যেমন অন্ধের দর্শন, [নয়নোন্মীলনমাত্র] দেবি ! প্রজ্ঞাবান্ পুরুষের পক্ষেই শাস্ত্র, তত্ত্বজ্ঞানের কারণ ॥ ১২ ॥ সদ্বিদ্যা দান শৌর্য্য ইত্যাদি গুণরাশির দ্বারা বিখ্যাত হইলেও, মূল-তত্ত্ব যে স্থানে অবস্থিত, কেহ তাহার অগ্রে থাকিয়া কেহ পৃষ্ঠে থাকিয়া, কেহ তাহার বাম পার্শ্বে, কেহ বা দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তত্ত্ব এই রূপ, ঐরূপ, সেইরূপ বলিয়া পরস্পর বিবাদ করে ॥ ১৩ ॥

তত্ত্ব ঈদৃশ কি তাদৃশ, এইরূপ বিবাদ যাহাদিগের রহিয়াছে, তত্ত্ব হইতে তাহারা যে দূরে অবস্থিত ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ॥ ১৪ ॥ প্রত্যক্ষ-গ্রহণ কাহারও নাই অথচ পরমুখশ্রুত বার্ত্তার গ্রহণ আছে, অর্থাৎ সাধনাবলে স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, তাহার সাধনা না করিয়া শাস্ত্রীয় নানা পথের নানা কথা লইয়া বিতণ্ডা বাদে পাণ্ডিত্য আছে। প্রিয়ে! এইরূপ যাহারা শাস্ত্রসংমূঢ়, তাহারা যে মূলতত্ত্ব হইতে দূরস্থ ইহা নিঃসংশয় ॥ ১৫ ॥ এইটি জ্ঞান, এইটি জ্ঞেয়, সমস্ত শাস্ত্রের নিকট হইতে ইহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দেবি ! জীব ইহা জানে না যে শতবর্ষ দূরে থাক্, সহস্র বর্ষ পরমায়ুঃ গত হইলেও শাস্ত্রের অন্ত পাইবার নহে ॥ ১৬ ॥ বেদাদি শাস্ত্র অনেক, পরমায়ুঃ অতি অল্পকাল, তাহার মধ্যে আবার কোটি কোটি বিঘ্ন অবস্থিত, সেই জন্য সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে যাহা সারাংশ, তাহাই গ্রহণ করিবে, হংস যেমন জলমধ্য হইতে দুগ্ধের অংশ গ্রহণ করে ॥ ১৭ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে তত্ত্ব পদার্থ অবগত হইয়া ধান্যার্থী পুরুষ যেমন ধান্য সংগ্রহ করিয়া পলালকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবে। অমৃত পানে পরিতৃপ্ত পুরুষের যেমন আর আহারে প্রয়োজন নাই, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরও শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥ বীরবন্দিতে! কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, অন্যথা কি বেদাধ্যয়ন, কি শাস্ত্রপাঠ, কিছুতেই মুক্তি সম্ভাবনা নাই ॥ ১৯ ॥ বেদ সমস্তও মুক্তির কারণ নহে, দর্শন সমস্তও মুক্তির কারণ নহে, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রই মুক্তির কারণ নহে, এক মাত্র জ্ঞানই কেবল মুক্তির কারণ ॥ ২০ ॥ এক মাত্র গুরুবাণীই মুক্তিদায়িনী, অন্য সমস্ত বিদ্যাই বিড়ম্বনা, এই সকল লৌকিক বিদ্যারূপ অচেতন কাষ্ঠভারের বহন পরিশ্রম অপেক্ষা গুরুদত্ত একটি সঞ্জীবন মহামন্ত্র ধারণও শ্রেষ্ঠ ॥ ২১ ॥ ক্রিয়া এবং আয়াস-বিবর্জিত অদ্বৈত-তত্ত্ব স্বয়ং শিব কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, কেবল গুরুমুখ হইতেই

জীব তাহা লাভ করিতে সমর্থ, অন্যথা কোটি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তাহা লব্ধ হইবার নহে ॥ ২২ ॥

শাস্ত্র কেবল গুরুপরীক্ষার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, শিষ্যকেও বিলক্ষণ পরীক্ষা দিতে হইবে। দীক্ষার পূর্ব্বে এক বৎসর দুই বৎসর তিন বৎসর চারি বৎসর গুরুর নিকটে নিয়ত বাস করিতে হইবে। গুরু তাঁহাকে নিয়ত কঠোর আজ্ঞাপ্রদানে গুরুভক্তি এবং দেবভক্তির পরীক্ষা করিবেন। শিষ্যের কায়মনোবাক্য ঘটিত কোন বিষয় গুরুর অবিদিত থাকিবে না। এই কয়েক বৎসরের পরীক্ষার মধ্যেই গুরু তাঁহার চির জীবনের সকল তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। শিষ্য যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে যথাশাস্ত্র সাধনায় অগ্রসর হইবেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন। জানি না আজ কয়জন শিষ্য এইরূপ পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং কয়জন এরূপ পরীক্ষার কথা শুনিয়া থাকেন, কয়জন গুরুই বা এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? প্রচলিত রীতি দেখিয়া বোধ হয় গুরু ও শিষ্য যেন নিজ ২ পরীক্ষার দায় পরস্পর ঘরে ২ মিটাইয়া লইয়াছেন। সেই পরস্পর সমন্বয়ের ফলেই দিন দিন গুরুকুল নির্ম্মূল এবং শাসনের যোগ্য শিষ্যকুল শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিতেছেন। ভগবান্ ভূতভাবন শিষ্যপরীক্ষার নিয়মও তন্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার পরিণাম যাহা হইবে, তাহাও বলিয়াছেন—

নবরত্নেশ্বরে—

" গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ। "

গুরু ও শিষ্য একবৎসর কাল একত্র বাস করিলে তাঁহাদিগের দীক্ষাদানের ও দীক্ষাগ্রহণের উপযোগিতা হইবে।

সারসংগ্রহে—

" সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ। "

সদ্‌গুরু নিজ আশ্রিত শিষ্যকে একবৎসর পরীক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষা কেবল ব্রাহ্মণ-শিষ্যের সম্বন্ধে। ক্ষত্রিয়াদি শিষ্য হইলে তাঁহাদিগের পরীক্ষা উত্তরোত্তর অধিককালব্যাপিনী হইবে।

রুদ্রযামলে—

বর্ষৈকেন ভবেদ্ যোগ্যো বিপ্রোহি গুরুভারতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা॥

ব্রাহ্মণ এক বৎসরে, ক্ষত্রিয় দুই বৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে এবং শূদ্র চারিবৎসরে গুরুসেবা দ্বারা পরীক্ষিত হইলে তবে দীক্ষা-যোগ্য হইবেন।

কুলার্ণবাদিতন্ত্রে—

ধনেচ্ছাভয়লোভাদ্যৈরযোগ্যং যদি দীক্ষয়েৎ।
দেবতাশাপমাপ্নোতি কৃতঞ্চ নিষ্কৃতং ভবেৎ॥
পরশিষ্যে দুষ্টবংশে ধূর্ত্তে পণ্ডিতমানিনি।
স্ত্রীবিষ্টে সময়ভ্রষ্টে ব্যঙ্গে দীক্ষা তু নিষ্ফলা।
অন্যায়েন চ যো দদ্যাদ্ গৃহ্ণাত্যন্যায়তশ্চ যঃ।
দদতো গৃহ্ণতো দেবি! দেবীশাপঃ প্রজায়তে।
অকৃত্বা বিধিবদ্দীক্ষামনষ্ট্বা গুরুপাদুকাং।
ইহ দারিদ্র্যমাপ্নোতি দেব্যাঃ শাপঃ প্রজায়তে॥
ভুক্তি মুক্তি প্রসিদ্ধ্যর্থং পরীক্ষ্য বিধিবদ্ গুরুঃ।
পশ্চাদুপদিশেন্মন্ত্রমন্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ॥

*　　*　　*　　*

গুরু শিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরম্।
উপদেশং দদদ্‌গৃহ্নন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্॥
অশাস্ত্রীয়োপদেশস্তু যো গৃহ্নাতি দদাতি চ।
ভুঞ্জীয়াতামুভৌ ঘোরাম্ নরকানেকবিংশতিম্॥

অসংস্কৃতোপদেশঞ্চ যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
বিনশ্যন্তি চ তন্মন্ত্রাঃ সৈকতে শালিবীজবৎ ॥
মন্ত্রিপাপঞ্চ রাজানং পতিং জায়াকৃতং যথা।
তথা শিষ্যকৃতং পাপং প্রায়ো গুরুমপি স্পৃশেৎ ॥

ধনলাভের ইচ্ছা, ভয় লোভ ইত্যাদি কারণ বশতঃ গুরু যদি অযোগ্য পাত্রকে দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে তিনি দেবতার শাপ লাভ করিবেন এবং তৎকৃত দীক্ষাও অসিদ্ধ হইবে।

পরশিষ্য, দুষ্টবংশজাত, ধূর্ত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী, স্ত্রীদ্বিষ্ট (স্ত্রী যাহাকে দ্বেষ করে) সময়ভ্রষ্ট, (দীক্ষার কাল যাহার অতীত হইয়াছে) ব্যঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ) শিষ্য এতাদৃশ হইলে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করা নিষ্ফল।

অন্যায় পূর্ব্বক যে দীক্ষা দান করে এবং যে গ্রহণ করে, এই দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই দেবীর শাপগ্রস্ত হয়েন। বিধিবৎ দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া এবং গুরুচরণাম্বুজে পূজা না করিয়া শিষ্য ইহলোকে দারিদ্র্য এবং পরলোকে দেবীশাপ জন্য ফল লাভ করিবে।

শিষ্যের ভোগ ও মোক্ষ উভয়সিদ্ধির নিমিত্ত গুরু যথাশাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্রোপদেশ করিবেন। অন্যথা, দীক্ষা নিষ্ফলা হইবে। গুরু ও শিষ্য উভয়েই মোহবশতঃ পরস্পর পরীক্ষা না করিয়া যদি মন্ত্রোপদেশ দান ও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয়েই পিশাচত্ব লাভ করিবেন। অশাস্ত্রীয় উপদেশ যিনি দান করেন, এবং গ্রহণ করেন, ইহাঁরা উভয়েই একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত ঘোর নরক ভোগ করেন।

মূঢ়বুদ্ধি গুরু অসংস্কৃত পুরুষে উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহার সেই সকল মন্ত্র বিনষ্ট অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়; যেমন বালুকাক্ষেত্রে শালিবীজ বপন করিলে, তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। মন্ত্রিকৃত পাপ যেমন রাজাকে স্পর্শ করে,

পত্নীকৃত পাপ যেমন পতিকে স্পর্শ করে, তদ্রূপ শিষ্যকৃত পাপও প্রায়ই গুরুকে স্পর্শ করে।

রুদ্রযামলে।

কামুকং কুটিলং লোকনিন্দিতং সত্যবর্জ্জিতং।
অবিনীতমসামর্থ্যং প্রজ্ঞাহীনং রিপুপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
সদাপাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকং।
কলিদোষসমূহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥
আশ্রমাচার হীনঞ্চাশুদ্ধান্তঃকরণোদ্যতম্।
সদাশ্রদ্ধাবিরহিতমধৈর্য্যং ক্রোধিনং * * *।
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং সদা।
অসদ্বুদ্ধি সমূহোখমভক্তং দৈন্যচেতসম্ ॥
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জ্জয়েদ্গুরুঃ।
যদি ন ত্যজতে বীর ধনাদিদানহেতুনা ॥
নারকী শিষ্যবৎ পাপী তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥
ক্ষণাদসিদ্ধঃ স ভবেৎ শিষ্যাসাদিতপাতকৈঃ ॥
অকস্মান্নরকং প্রাপ্য কার্য্যনাশায় কেবলং ॥
বিচার্য্য যত্নাদ্ বিধিবৎ শিষ্যসংগ্রহমাচরেৎ।
অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থো ভবেদ্গুরুঃ।

কামুক, কুটিল, লোকনিন্দিত, সত্যবর্জ্জিত, অবিনীত, সামর্থ্যহীন রিপুপ্রিয়, সর্ব্বদা পাপক্রিয়াযুক্ত, সামর্থ্যহীন প্রজ্ঞাহীন বিদ্যাশূন্য, জড়-বুদ্ধি কলিদোষ সমূহে আবৃতাঙ্গ, বেদক্রিয়াবিবর্জ্জিত, আশ্রমাচারহীন, অশুদ্ধান্তঃকরণে সাধনোদ্যত, সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবিরহিত, অধৈর্য্য, ক্রোধী, অসচ্চরিত্র, বিগুণ, পরদারাতুর, অসদ্ বুদ্ধি সমূহের আকর, অভক্ত, দীনচেতাঃ, নানা নিন্দায় আবৃতাঙ্গ, এতাদৃশ শিষ্যকে গুরু বর্জ্জন করিবেন। বীর! ধনাদি দান হেতু যদি ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে সেই শিষ্যবৎ পাপীগুরু নারকী এবং শিষ্যাপেক্ষায়ও বিশেষ পাপ-

ভাগী হইবেন। সেই শিষ্যোপার্জ্জিত পাতক ভারে গুরু ক্ষণকাল মধ্যে অসিদ্ধ হইয়া কেবল নিজ কার্য্য নাশের নিমিত্ত অকস্মাৎ নরকে পতিত হইবেন। অতএব যত্ন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া গুরু শিষ্য সংগ্রহ করিবেন, অন্যথা শিষ্যদোষে গুরুকে নরকস্থ হইতে হইবে।

দীক্ষাকাল।

ক্ষত্রিয়াদির কথা সুদূরপরাহত, আজ কাল এমন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা কোন রূপ নাস্তিকতাগ্রস্ত নহেন, নিজ ধর্ম্মে বিশেষ বিশ্বাস ও আস্থাও আছে, এরূপ ব্যক্তিগণেরও ধারণা এই যে, বয়ঃক্রম যতই কেন না হউক, জীবনে কোন একদিন দীক্ষিত হইলেই শাস্ত্রের আজ্ঞা রক্ষিত হইল। ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের গুরুকুলেরও সংস্কার ঐরূপ। এ সংস্কারের মূল কেবল আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত গুরুকুলের "গিরিবাদ"। যাহা হউক দীক্ষার কার্য্য সাধনা, ফল সিদ্ধি, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। সাধনা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ উপায়ের পরস্পর সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। শারীরিক বৃত্তি সকল পূর্ণাবয়বে পল্লবিত হইলেই বুঝিতে হইবে, দীক্ষার বসন্তবায়ুর সঞ্চার হইয়াছে। এই কালে যাঁহাদিগের দীক্ষা সম্পন্ন না হয়, পূর্ব্বোক্ত বচনে, নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণে শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই "সময়ভ্রষ্ট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীক্ষার কাল ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম—

রাধাতন্ত্রে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবীবাক্য।

সম্প্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
যদি নো কুরুতে পুত্র সম্প্রাপ্তে বর্ষ ষোড়শে।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যা দীক্ষা হি বর্ষষোড়শে।
হরিনাম বৃথা তস্য গতে তু বর্ষষোড়শে।

অন্যথা পশুবৎ সর্ব্বং তস্য কর্ম্ম ভবেৎ সুত ॥

ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেই সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। পুত্র! যদি ষোড়শবর্ষে দীক্ষাগ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হরিনাম বৃথা। (অর্থাৎ জীর্ণ দেহে কখন সাধনার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান হইতে পারে না। অসাধিত মন্ত্রও সম্যক্ ফলপ্রদ হয় না) । অতএব, যত্ন পূর্ব্বক ষোড়শবর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অন্যথা তাহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই পশুকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

এই জন্যই ভগবান্ মহেশ্বর বলিয়াছেন,—

" আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাং।
নারাধয়ন্তি জগতাং জননি! যে ত্বাং
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥

চতুরশীতি লক্ষযোনি ভ্রমণোপযোগী সুদীর্ঘ কালের পর দুর্লভ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাহাতে আবার নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের পটুত্ব লাভ করিয়া ত্রিজগজ্জননি! যাহারা তোমাকে আরাধনা না করে, নিঃশ্রেণিকার (সোপানমালার) অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া তাহারা পুনঃ পতিত হয় । সোপানের নিম্নাংশ বা মধ্যাংশ হইতে পতিত ব্যক্তির আহত হইবার সম্ভাবনা, উচ্চাংশ হইতে পতিত ব্যক্তির হত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইলে তাহার যেমন চূর্ণিত চূর্ণায়মান না হইয়া আর অব্যাহতি নাই, তদ্রূপ মানবজীবন এবং ততোধিক দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পতিত হইলে তাহারও আর সহজে নিস্তার নাই।

কুলার্ণবে—

" পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে।
শুষ্যতে সাগরজলং শরীরে দেবি! কা কথা ॥ ১ ॥
অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে।

লপন্তমিতি মর্ত্ত্যং হি হন্তি কালবৃকোদরঃ ॥ ২ ॥
ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্।
এবমীহাসমাযুক্তং মৃত্যুরন্তি জনং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বা প্যথবাঽকৃতম্ ॥ ৪ ॥
জরাদর্শিতপস্থানং প্রচণ্ডব্যাধি সৈনিকং।
মৃত্যুশক্রসমাদিষ্টমায়াস্তং কিং ন পশ্যতি ॥ ৫ ॥
তৃষ্ণাসূচীবিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিসা।
রাগদ্বেষানলে পক্কং মৃত্যুরশ্নাতি মানবং ॥ ৬ ॥
বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভ্ভগতানপি।
সর্ব্বানাবিশতে মৃত্যুরেবন্বিধমিদং জগৎ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ * ॥ ৮ ॥

যাহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হয়, সুমেরু বিশীর্ণ হয়, সাগরের জল শুষ্ক হয়, দেবি! তাহার প্রভাবে যে পার্থিব দেহের ধ্বংস হইবে, ইহাতে আর কথা কি? ॥ ১ ॥ আমার অপত্য, আমার কলত্র, আমার ধন, আমার বান্ধব, এই প্রলাপ শেষ হইতে না হইতেই মৃত্যুব্যাঘ্র আসিয়া মর্ত্ত্য দেহ আক্রমণ করে ॥ ২ ॥ ইহা করিলাম, ইহা করিতে হইবে, এই আর একটী করা হইল, আর একটী করা হয় নাই, এই রূপ চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতেই মৃত্যু মানবকে গ্রাস করে ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আগামী দিনের কর্ত্তব্য কার্য্য অদ্য সম্পন্ন করিবেন, অপরাহ্নের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করিবেন। কারণ, মৃত্যু কাহারও কোন কর্ম্ম কৃত বা অকৃত রহিয়াছে, এ প্রতীক্ষা করেনা ॥ ৪ ॥ জরা কর্তৃক প্রদর্শিত পথ, মৃত্যু রূপ শক্র কর্তৃক আদিষ্ট, তাহার সেই ব্যাধিরূপ প্রচণ্ড সৈন্যগণ আগত প্রায়, ইহা দেখিয়াও কি জীব দেখিতে পায়না? তৃষ্ণারূপ সূচী [লৌহশলাকা] দ্বারা

বিনির্ভিন্ন, বিষয়রূপ ঘৃত দ্বারা সংমিশ্রিত এবং রাগ যেমরূপ অনলে পাক করিয়া মৃত্যু মানবকে ভোজন করে ॥ ৬ ॥ কি বালক, কি যৌবনস্থ, কি বৃদ্ধ, কি গর্ভস্থ, মৃত্যু ইহার সকলকেই নিজ শাসনের বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ। দৃশ্যমান জগৎ এইরূপেই মৃত্যুর অধীন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেববর্গ এবং সমস্ত ভূতজাতি নিজ নিজ নাশের [অন্তর্দ্ধানের] অনুধাবন করেন। অতএব, সর্ব্বান্তঃকরণে যাহা নিজের ইহ পরলোকের কল্যাণ সাধন, জীব সত্বর হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮ ॥

এই সকল প্রত্যক্ষ শাস্ত্রবাক্যে যিনি বিশ্বাসশীল, পরিদৃশ্যমান জীবলোকের নৈসর্গিক নিয়মে জলবিম্ববৎ পার্থিব দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে যিনি চক্ষুষ্মান্, মানবজীবনের এক পলার্দ্ধ পরমায়ুর বিনিময়ে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যও তাঁহার নিকটে তৃণবৎ নগণ্য। জানি না এবার এ দেহপাত হইলে নিজকৃত কর্ম্মানুসারে আবার কোন্ অন্ধতমস প্রদেশে যাত্রা করিতে হইবে ; স্বয়ং দেবগণও যে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দেব-ভোগ পরিহার পূর্ব্বক দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করেন—সেই এই অযত্নলব্ধ মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষ—সেই আর্য্যাবর্ত্ত, সেই মানবত্ব, এবার যদি ইহা হারাইলাম, কে এমন সৌভাগ্যশালী, সাহস করিয়া বলিতে পারে যে—নিশ্চয় আবার এই দেব-দুর্লভ ভারতে, এই আর্য্যাবর্ত্তে আসিতেছি—এই মানবত্ব, এই ব্রাহ্মণত্ব আবার লাভ করিতেছি? কোন্ অদৃষ্ট বায়ুভরে এ বাষ্পপ্রায় খণ্ড মেঘ কোথায় কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে উড়িয়া যাইবে, কাহার সাধ্য, তাহা বলিতে পারে? তাই এই বেলা বেলা থাকিতে খেলা ভাঙ্গিয়া মায়ের ছেলে মায়ের নিকটে যাইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে, এ ঘোর অন্ধকারে পথ পাইবার জন্য গুরুচরণে একান্ত শরণা-পন্ন হইতে হইবে, গুরুর কৃপাপাত্র হইবার জন্য শাস্ত্রের আজ্ঞা

অনুসারে তাঁহার দাসানুদাস হইতে হইবে, শিষ্যের ন্যায়ক্ষেত্র যেরূপ লক্ষণে লক্ষিত হইলে গুরুকরুণা-কল্পলতা তাহাতে কৈবল্য-ফল প্রসব করিবে, অপার করুণানিধি শাস্ত্র তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যথা—

গৌতমীয়তন্ত্রে—

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ
অধীতবেদঃ কুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ।
ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ।
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
অনিত্যকর্ম্মণ ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহো বিমৎসরঃ।
গুরুবদ্গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবম্বিধো [illegible] গুরুদুঃখদঃ॥

সৎকুলসম্ভব, শুদ্ধাত্মা, পুরুষার্থপরায়ণ, [ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধনে তৎপর] অধীতবেদ, কুশল, পিতৃমাতৃহিতে রত, ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তা, গুরুশুশ্রূষারত, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, দৃঢ়দেহ, দৃঢ়াশয়, নিয়ত জীবহিতৈষী, পারলৌকিক কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী, বাক্য, মনঃ দেহ ও ধন দ্বারা গুরু সেবায় রত, যাহার ফল অতি অল্পকাল স্থায়ী, তাদৃশ কর্ম্ম ত্যাগী এবং যাহার ফল চিরকাল-স্থায়ী তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, জিতালস্য, জিতমোহ, বিমৎসর, গুরুর ন্যায় গুরুর পুত্র কলত্রাদিতেও ভক্তিমান্, শিষ্য এবম্বিধ গুণ সম্পন্ন হইবেন ; ইহার বিপরীত হইলেই সে শিষ্য কেবল গুরুরদুঃখের হেতু হয়।

কুলার্ণবে—

নষ্টান্বয়ায়জং ক্ষেত্রগুণহীনং নিরূপিতং ।
পরশিষ্যঞ্চ পাষণ্ডং ষণ্ডং পণ্ডিতমানিনং ।
হীনাধিকবিকারাঙ্গং বিকলাবয়বান্বিতং
পঙ্গুমন্ধঞ্চ বধিরং মলিনং ব্যাধিপীড়িতং ।
উৎসৃষ্টং দুর্ম্মুখং বাপি স্বেচ্ছাবেশধরং পরং
দুর্ব্বিকারাঙ্গচেষ্টাদ গতিভাষণভীষণং ।
নিদ্রাতন্দ্রাজড়ালস্যদ্যূতাদিব্যসনান্বিতং ।
অস্তুর্ভক্তিকরং ক্ষুদ্রং রাজভক্তিবিবর্জ্জিতং ।
ব্যলীকবাদিনং শুষ্কং প্রেষিতং প্রেরকং শঠং ।
ধনস্ত্রীশুদ্ধিরহিতং নিষেধবিধিবর্জ্জিতং ।
রহস্যভেদকং বাপি দেবি ! কার্য্যবিনাশকং
মার্জারসকবৃত্তিঞ্চ রন্ধ্রান্বেষণতৎপরং ।
মায়াবিনং কৃতঘ্নঞ্চ প্রচ্ছন্নান্তরদারকং ।
বিশ্বাসঘাতিনং দ্রোহকারিণং পাপকর্ম্মিণং ।
আততায়িনমেকাক্ষং কুৎসিতং কূটসাক্ষিণং ।
সর্ব্বপ্রতারকং দেবি ! সর্ব্বোৎকৃষ্টাভিমানিনং ।
অসত্যং নিষ্ঠুরাসক্তং গ্রাম্যাদিবহুভাষিণং ।
কুবিচারকুতর্কাদিকারকং কলহপ্রিয়ং ।
বৃথাক্ষেপকরং মূর্খং চার্ব্বাকং দাম্ভিড়ম্বকং ।
পরোক্ষে দূষণকরং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং ।
বাগ্‌ব্রহ্মবাদিনং বিদ্যাচৌরমাত্মপ্রশংসকং ।
গুণাসক্তিস্মহিতং আত্মক্রোধনমন্ধিকে !
ইত্যাদিদোষসংযুক্তং গুরুঃ শিষ্যং ন কারয়েৎ ॥

নষ্টান্বয়ায়জ, [অভিশপ্ত বা উৎসন্নপ্রায় বংশে জাত] ক্ষেত্র-গুণহীন, (মাতৃ কুলেরও কোন গুণ যাহাতে বিদ্যমান নাই) পরশিষ্য,

[যিনি একবার কোন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত] পাষণ্ড, ষণ্ড, [নপুংসক অথবা সাধনায় অক্ষম] পণ্ডিতমানী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বিকৃতাঙ্গ, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, মলিন, ব্যাধিপীড়িত, উৎসৃষ্ট, (সমাজ-ত্যক্ত) দুর্ম্মুখ, স্বেচ্ছাবেশধর, যাহার অঙ্গ ভঙ্গী ইত্যাদি দূষিত এবং বিকৃত, যাহার গমন এবং বচন ভয়ঙ্কর, নিদ্রা এবং তন্দ্রায় নিয়ত জড়-প্রায়, আলস্য ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে আসক্ত, অন্তর্ভক্তি [যাহার বাহ্যলক্ষণে কোন ভক্তি চিহ্ন প্রকাশ পায় না] ক্ষুদ্রাশয়, রাজভক্তি-বিবর্জিত, ব্যলীকবাদী, (অসম্ভব, অসঙ্গত এবং অশ্লীলভাষী) শুষ্ক-হৃদয়, প্রেষিত (নিজের কোন বিশেষ ইচ্ছা নাই, অথচ অন্যের প্ররোচনায় দীক্ষাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত) প্রেরক (নিজে কোন অনুষ্ঠান করে না, কেবল অন্যের প্রেরণায় পটু) শঠ, ধন-স্ত্রী-শুদ্ধি রহিত (যাহার ধন শাস্ত্র বিহিত উপায়ে উপার্জ্জিত নহে এবং যাহার স্ত্রী যথাশাস্ত্র বিবাহিতা ও সচ্চরিত্রা নহে) নিষেধবিধিবর্জিত (শাস্ত্র নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানকরী) এবং শাস্ত্রবিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠান-বিরত রহস্যভেদক [গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশক] কার্য্যনাশক, মার্জ্জার-বৃত্তি বিড়াল যেমন কোন ভোগ্য বস্তু পাইলে সাধারণের সমক্ষ হইতে অন্তরালে গিয়া তাহা ভোজন করে, তদ্রূপ যে আত্মম্ভরি। বকবৃত্তি [বক যেমন বাহ্য লক্ষণে অতি স্থির ধীর ভাবে বসিয়া একাগ্র হৃদয়ে পর প্রাণ হিংসার অনুধ্যান করে, তাহার ন্যায় বাহ্যলক্ষণে প্রশান্ত হইয়া অন্তরে যে ব্যক্তি পরম দারুণ] পরচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ী, মায়াবী কৃতঘ্ন, প্রচ্ছন্নান্তরদারক (প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যে ব্যক্তি পরের অন্ত-স্তত্ত্ব ভেদ করে) বিশ্বাসঘাতী, বিদ্রোহী, পাপকর্ম্মা, আততায়ী, (অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ। অগ্নিদ (গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী) গরদ (বিষদান-কারী) শস্ত্রপাণি [আঘাতের নিমিত্ত উদ্যত অস্ত্রধারী] ধনাপহারী, ক্ষেত্রদারাপহারী (ভূমি এবং স্ত্রীর অপহরণ কারী) এই ছয় ব্যক্তি

আততায়ী। একচক্ষুঃ, নিন্দিত, কূটসাক্ষী, সর্ব্বপ্রতারক, সর্ব্বোৎকৃষ্টাভিমানী, অসত্যবাদী, নিষ্ঠুর কর্ম্মে আসক্ত, অশ্লীলভাষী এবং বহুভাষী কুবিচার ও কুতর্কাদিকারী কলহপ্রিয়, বৃথাভর্ৎসনকারী, মূর্খ, চার্ব্বাক [নাস্তিক] বাগ্ বিড়ম্বক, পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, বাগ্ব্রহ্মবাদী [কথায় ব্রহ্মজ্ঞানী] বিদ্যাচোর (অন্যের বিদ্যাকে যে নিজের বিদ্যা বলিয়া পরিচয় দেয়) আত্ম প্রশংসাকারী, পরগুণের অসহিষ্ণু, অহিতকারী, আত্মক্রোধন (ক্রোধাবেগের আধিক্য হেতু নিজের প্রতি নিজে অসন্তোষ বশতঃ ক্ষুব্ধ) অম্বিকে। ইত্যাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু শিষ্য করিবেন না।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

যথাযোগ্যগুণৈঃ পূর্ব্বৈর্যুক্তশ্চাতিপ্রিয়ম্বদঃ।
বিশুদ্ধদেহবদনঃ শুদ্ধাম্বরধরঃ শুচিঃ।
বিমুখঃ পরনিন্দাসু দেবতাধর্ম্মশেষু চ।
পরান্নবনিতা ভূমি পীড়াসু বিগতস্পৃহঃ।
দয়ান্বিতঃ সর্ব্বজনে প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো গুরুভক্তশ্চ বুদ্ধিমান্ সুস্থিরাশয়ঃ।
অলুব্ধঃ স্থিরমৈত্রশ্চ গুরুবাক্যপ্রমাণকঃ।
সর্ব্বদা দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে সদৈবতে।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্য স্থিতরো দুঃখকৃদ্গুরোঃ।

* * * * *

প্রণম্যোপবিশেৎ পার্শ্বে তথা গচ্ছদনুজ্ঞয়া।
মুখাবলোকী সেবেত কুর্য্যাদাদিষ্টমাদরাৎ।
অসত্যং ন বদেদগ্রে ন বহু প্রলপেদপি।
কামং ক্রোধং তথা লোভং মানং প্রহসনং স্তুতিং।
চাপলানিচ জিহ্মানি কার্য্যানি পরিদেবনং।
ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং।

ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যোপিচ কদাচন।
যতো গুরুঃ শিবঃ সাক্ষাত্তং স্তুবন্ প্রণমংস্ত্যজেৎ।
যথা দেবে তথা মন্ত্রে যথা মন্ত্রে তথা গুরৌ।
যথা গুরৌ তথা চাত্মন্যেবং ভক্তিক্রমঃ প্রিয়ে।
অগমন্য গুরোর্ব্বাক্যং স্ববুদ্ধ্যা কুরুতে তু যঃ
ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধি র্মন্ত্রৈ র্দেবপ্রপূজনৈঃ।
মন্ত্রেণ তস্য নিয়তং পূজাং কুর্য্যাদ্ যথোদিতাং।
আসনং শয়নং বস্ত্রং ভূষণং পাদুকাং তথা।
ছায়াং কলত্রমন্যচ্চ যদ্গুরো স্তৎ প্রপূজয়েৎ।
গুরুশয্যাসনং পীঠমুপানচ্ছত্রপাদুকাং।
স্নানোদকং [illegible] ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।
গুরুং দৃষ্ট্বা [illegible] হৃষ্টঃ পরমানন্দনির্ভরঃ।
ভীতভীতঃ পদাম্ভোজং পশ্যেচ্চকিতলোচনঃ।

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে—

পূর্ব্বোক্ত যথাযোগ্য গুণসমূহে যুক্ত অতি প্রিয়ংবদ বিশুদ্ধদেহ-বদন শুক্লাম্বরধর শুচি পরনিন্দা এবং দেবতার অবমাননায় বিমুখ, পরান্ন পরবনিতা পরভূমি এবং পরপীড়ায় বিগতস্পৃহ, সর্ব্বজনে দয়ান্বিত প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয় আস্তিক গুরুভক্ত শুদ্ধিমান্ সুস্থিরাশয় অলুব্ধ স্থিরমৈত্র গুরুবাক্য প্রমাণকারী গুরু, মন্ত্র এবং দেবতায় সর্ব্বদা দৃঢ়ভক্তি, শিষ্য এতাদৃশ গুণ সম্পন্ন হইবেন, ইহার অন্যথা হইলেই তিনি গুরুর দুঃখকৃৎ।

* * * * * * * *

শিষ্য প্রণাম পূর্ব্বক গুরুর পার্শ্বে উপবেশন করিবেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে গমন করিবেন। গুরুর মুখালোকী হইয়া সেবা করিবেন এবং আদর পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালন করিবেন। গুরুর অগ্রে অসভ্য বাক্য এবং প্রলাপ প্রয়োগ করিবেন

না, কাম ক্রোধ, লোভ, মান, প্রহসন, স্তুতি, চাপল্য, কুটিল কার্য্য, পরিদেবন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ, বস্তুর ক্রয় বিক্রয় শিষ্য কদাচও গুরুর সহিত এ সকল আচরণ করিবেন না, যে হেতু গুরুদেব সাক্ষাৎ শিব, স্তব স্তুতি প্রণাম ইত্যাদি উপাসনার সম্বন্ধ ভিন্ন তাঁহার সহিত অন্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই তাঁহাতে মনুষ্য ভাবনা উপস্থিত হইবার কথা। যে রূপ ইষ্ট দেবতায় সেই রূপ মন্ত্রে, যে রূপ মন্ত্রে, সেই রূপ গুরুদেবে, যেরূপ গুরুদেবে সেই রূপ আত্মাতে অভিন্নবুদ্ধি ইহাই ভক্তিক্রম। গুরুবাক্যে অবমাননা পূর্ব্বক নিজবুদ্ধি অনুসারে যে ব্যক্তি উপাসনার অনুষ্ঠান করে, কি মন্ত্রজপ, কি দেবপূজা কিছুতেই কদাচ তাহার সিদ্ধি হইবে না। প্রত্যহ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গুরুর যথাশাস্ত্র পূজা করিবে। গুরুর আসন শয্যা বস্ত্র ভূষণ পাদুকা ছায়া পত্নী এবং এতদ্ভিন্ন গুরুসম্বন্ধীয় অন্য যাহা কিছু সে সমস্তই গুরু বিভূতি বোধে পূজা করিবে। গুরুর শয্যা আসনপীঠ উপানহ ছত্র পাদুকা স্নানোদক এবং ছায়া কদাচও লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবকে দর্শন করিয়াই হৃষ্ট এবং পরমানন্দ-নির্ভর হইবে কিন্তু ভীত অপেক্ষাও ভীত ভাবে চকিতলোচনে তাঁহার শ্রীপদাম্বুজ সন্দর্শন করিবে।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশ উদ্ধৃত করিতেও তন্ত্রতত্ত্বে স্থান সঙ্কুলন হয় না, সুতরাং সে অংশে হস্তক্ষেপ করা কেবল বিড়ম্বনা। ইষ্টদেবতাকেও পরোক্ষ রূপে লক্ষ্য, করিয়া শাস্ত্র যাঁহাকে " প্রত্যক্ষ শিব রূপিণং " বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ সাধক বর্গ ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন সেই পরমারাধ্য পরমদেবতার প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য কি?

সাধারণ-উপাসনাতত্ত্ব।

(পূজা।)

আজ কাল জ্ঞানাভিমানী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, দুর্ব্বল বা নিতান্ত নিম্নাধিকারীদিগের জন্যই প্রতিমা পূজা আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা রহিয়াছে। আর্য্য-গৃহে অনার্য্যের দুর্গোৎসব দর্শনের ন্যায় চণ্ডীমণ্ডপের বহিঃপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া যাঁহারা এ সকল তত্ত্ববিচার করেন, তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর আমাদিগের অতি অল্প। আমরা শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিবার জন্য দায়ী; সুতরাং শাস্ত্রোক্ত পূজাতত্ত্ব কি? এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিব।

দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বের প্রকাশক, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকের ধারণা ই যে, "সাকার উপাসনা বা মূর্ত্তি পূজা কেবল মনঃস্থির করিবার ত্র। যাঁহার মনঃস্থির হইয়াছে, তাঁহার আর সাকার উপাসনা বা মূর্ত্তি করিবার প্রয়োজন নাই।" এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে— মূর্ত্তিস্থিত দেবতার সহিত উপাসকের এইরূপ বন্দোবস্ত যে, যত দিন আমার মনঃস্থির না হয়, ত ই তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ তার পর "তুমি আর নাই" ইহাই স্থির। যে সাকার উপাসনার আরম্ভ এবং উপসংহারে সাধকের "আমার" এবং "আমি" বলিতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া আত্মহারা হইয়া আত্মসমর্পণ পূর্ণ করিবার কথা, যে সাকার উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া কুলার্ণবতন্ত্রে স্বয়ং ভগবান্ ভূতভাবন বলিয়াছেন— "বিশ্বাসায় নমস্তস্মৈ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে। যেন মৃদ্দারুদৃশদঃ কলন্ত্যবিফলং ফলং" সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ী বিশ্বাসকে নমস্কার, যাহার প্রভাবে মৃত্তিকা দারু পাষাণও অবিফল ফল সকল প্রসব করে, অর্থাৎ যে ঐকান্তিক বিশ্বাসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মৃন্ময় দারুময় পা ময় জড় প্রতিমা বা যন্ত্রাদিতেও চৈতন্যময়ী দেবতা স্বয়ং

আবিভূর্ত হইয়া সাধকের অবিফল (সাক্ষাৎ সত্য) সিদ্ধি ফল সকল প্রদান করেন।" সাধকের সেই দৃঢ়বিশ্বাস ভিত্তিশিখরে সংস্থাপিত সাকার উপাসনার মূলে যদি "সাকার দেবতা মিথ্যা, উহা কেবল চিত্ত স্থির করিবার উপায়" এই সংস্কার দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে সে সাকার উপাসনার আকার যে কিরূপ, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ এরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত দ্বারা প্রকারান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে যে, তাহা হইলে পূজা পাঠ জপ হোম শান্তি স্বস্ত্যয়ণ ইত্যাদি যাহা কিছু ব্যাপার, এ সমস্তই পণ্ডশ্রম বই আর কিছুই নহে; কেন না, চিত্তস্থির হওয়া পর্য্যন্তই সাকার উপাসনার একমাত্র ফল; এইরূপে যাহার এক একটি করিয়া আবরণ ভেদ করিলে অন্তর্গর্ভ্র প্রগাঢ় নাস্তিকতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে, সে সিদ্ধান্ত ভেদ করাও যে নিতান্ত পণ্ডশ্রম, বোধ [illegible] সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার অপেক্ষা নাই, তথাপি "সাকার উপাসনা কাহাতে করিতে কিরূপে নিরাকার দর্শন হয়, এই রহস্যের [illegible]স্য ভেদ করিবার জন্যই এতদূর অবতারণা। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "[illegible] মনোদধৎ" সাধক ক্রমশঃ ইষ্টদেবতার সর্ব্বাঙ্গে মনোবৃত্তি ধারণা প[illegible] ধ্যান করিবেন অর্থাৎ প্রথমতঃ চরণতল হইতে মুখমণ্ডল অথবা মুখমণ্[illegible] [illegible]রণতল পর্য্যন্ত এক একটি অঙ্গ প্রত্য[illegible] করিতে করিতে নি[illegible]চল ধ্যানে যাহাতে অন্তঃকরণে একদা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের অভিব্যক্তি হয়, সাধক তদুপযোগি ধারণায় অগ্রসর হইবেন। এ অবস্থায় উত্তরোত্তর সাকার ধ্যানই প্রগাঢ় এবং নিশ্চল হইবার কথা, তাহাতে সাকার ধ্যান করিতে করিতে নিরাকার দর্শন আপনিই হইবে অর্থাৎ নিরাকার আসিয়া সাকারকে তাড়াইয়া দিবেন, এ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করেন, বলিহারি তাঁহাদিগের ধ্যানধারণার প্রগাঢ়তায়। শাস্ত্র অবশ্য বলিয়াছেন, "স্থূলেতু নিশ্চলং চিত্তং ভবেৎ সূক্ষ্মেপি সঙ্গতং" স্থূল মূর্ত্তিধ্যানে চিত্ত নিশ্চল হইলে তাহা সূক্ষ্মধ্যানেও সঙ্গত হইতে পারিবে, চিত্তবৃত্তিতে ঐকান্তিক ধারণা উপস্থিত হইলে তাঁহার স্থূলতত্ত্বের যেরূপ অভিব্যক্তি হয়, সূক্ষ্মতত্ত্বেরও তদ্রূপই অভি[illegible] হইবে অর্থাৎ

তাঁহার লীলাময় মূর্ত্তিধ্যানে লীলাতত্ত্বে অনুপ্রাণিত স্থূলভাব ভক্তবাৎসল্য করুণাময়ত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা ইত্যাদির যেমন অনুভব হইবে, তদ্রূপ সূক্ষ্মরূপে চিৎশক্তিস্বরূপে বিশ্বব্যাপকত্ব মায়াবিত্ব এবং মায়াতীতত্ব ইত্যাদি সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সকলেরও অনুভব হইবে। সাধকের সিদ্ধাবস্থায় হইয়াও থাকে তাহাই; তাহাতে সাকার উড়িয়া গিয়া নিরাকার দর্শন হইবে এ সিদ্ধান্ত আসিল কোথা হইতে তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না; তবে সাকার ধ্যানের প্রথমেই "সাকার মিথ্যা" এই সংস্কার যাঁহাদিগের মুলভিত্তি, তাঁহা-দিগের ভক্তির চোটে সাকার উড়িয়া যাইবেন, ইহাও বিচিত্র নহে, আর সাকার উড়িয়া গেলে তখন অভাবের স্বস্বরূপ নিরাকার দর্শন আপনিই ঘটিবে ইহাও অসম্ভব নহে। দুঃখের কথা এই যে, তাঁহাদিগের অদৃষ্টক্রমে অবশ্যম্ভাবী নিজের এই নিরাকার দর্শনকে তাঁহারা শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ভগবান্, ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে স্বয়ং বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে ——

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং
আত্মাচ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং। ১।
যথাযথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তং। ২।
বিষয়ান্ ধ্যায়ত শ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে
মা মনুস্মরত শ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে। ৩।
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাব ভাবিতং। ৪।

স্বর্ণ যেমন একমাত্র অগ্নিসংযোগেই নিজমলকে পরিহার করে, এবং অগ্নিতাপিত হইয়াই আবার যেমন নিজরূপ (উজ্জ্বল কান্তি) লাভ করে, জীবের আত্মাও তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগেই কর্ম্মবাসনারূপ মল ত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগেই আমার ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়। ১। আমার পবিত্র গুণগাথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা আত্মা যেরূপ যেরূপ শোধিত

হইবে, অঞ্জনরঞ্জিত চক্ষু যেমন সূক্ষ্মবস্তু সকল লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ সেই মদ্ভক্তিশোধিতহৃদয় ভক্তও সেই সেই পরিমাণে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সন্দর্শন করিতে থাকিবেন। ২। নিরন্তর স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সমূহের ধ্যানকারী পুরুষের চিত্ত যেমন বিষয়রাশিতেই আসক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যিনি নিরন্তর আমাকে ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তও আমার স্বরূপেই বিলীন হইয়া যায়। ৩। অতএব, হে উদ্ধব! স্বপ্নলব্ধ মনোরথের স্থায় মায়াময় মিথ্যা সাংসারিক বিষয়ের অভিধ্যান পরিহার পূর্ব্বক মদ্ভা-বভাবিত মনকে আমাতেই সমাহিত কর। ৪।

ধ্যানপ্রসঙ্গে আবার বলিয়াছেন——

বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলং
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতং। ১।
সমানকর্ণবিন্যস্ত-স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎস শ্রীনিকেতনং। ২।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতং
নূপুরৈর্ব্বিলসৎপাদং কৌস্তুভ প্রভয়া যুতং। ৩।
দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতং
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণং
সুকুমার মভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনোদধৎ। ৪।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ। ৫।
তৎসর্ব্বব্যাপকং চিত্ত মাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখং। ৬।
তত্র লব্ধপদং চিত্ত মাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। ৭।
এবং সমাহিতমতি র্মামেবাত্মানমাত্মনি

বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতি র্জ্যোতিষিসংযুতং। ৮।
ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ
সংযাস্যত্যাশুনির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াভ্রমঃ। ৯।

যোগী হৃৎপদ্মে বহ্নি মণ্ডল মধ্যে আমার এই ধ্যানমঙ্গলরূপ স্মরণ করিবে— সম (অনুরূপ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন) প্রশান্ত সুমুখ দীর্ঘচারুচতুর্ভুজ সুচারুসুন্দরগ্রীব সুকপোল শুচিস্মিত সমানকর্ণদ্বয়ে-বিন্যস্ত সুদীপ্তমকর এবং কুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত, পীতাম্বর ঘনশ্যাম শ্রীবৎসচিহ্নশোভায় সমুজ্জ্বল, ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং বক্ষঃস্থলে বনমালার দ্বারা উদ্ভাসিত, রত্নময় নূপুরপ্রভায় বিলসিতচরণাম্বুজ কৌস্তভমণিপ্রভায় অলঙ্কৃত, দীপ্তিময় কিরীট কটক কটিসূত্র এবং অঙ্গদভূষণে বিভূষিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রম্যমূর্ত্তি, প্রসাদচিহ্নে সুমধুর-মুখমণ্ডল এবং সুস্নিগ্ধনয়নদ্বয়, সুকুমার, আমার এই হৃদয়ললিত ব্রহ্মমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে মনঃসমাধান পূর্ব্বক অভিধ্যান করিবেন। ৪। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে ধীর সাধক সেই মনোবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে আমাতে প্রীতিরসে অভিষিক্ত করিবেন। ৫। অতঃপর আমার সর্ব্বাঙ্গে অভিব্যাপ্ত সেই চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক একত্র ধারণা করিবেন, তৎকালে আর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, সাধক কেবল আমার মৃদুমধুরহাস্যময় মুখমণ্ডল ভাবনা করিবেন। ৬। চিত্তবৃত্তি সেই মুখমণ্ডলের একান্ত ধারণায় সমর্থ হইলে তখন সেই ঐকান্তিক চিত্তকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্যোমমণ্ডলে ধারণা করিবেন। অনন্তর অনন্ত আকাশের কক্ষে২ অথবা সমস্ত আকাশচক্রে আমার (পূর্ব্বোক্ত) সূক্ষ্মবিভূতি সকলের অনুভব করিয়া সেই নিখিল-নভোমণ্ডল-বিস্তৃত মনোবৃত্তিকে সংহরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরমাত্মস্বরূপে আমাতে চিত্তসমাধান করিবে—তখন আর কোন চিন্তাই করিবার প্রয়োজন নাই। ৭। এইরূপে সমাহিতচিত্ত হইয়া যোগী নিজ আত্মাতে সর্ব্বজীবের পরমাত্মস্বরূপ আমাকেই জ্যোতিঃসংমিলিত জ্যোতির ন্যায় অভিন্নভাবে সন্দর্শন করেন। ৮। এইরূপে সুতীব্রধ্যানদ্বারা

মনঃসমাধানকারী যোগীর দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া এই ত্রিবিধ ভ্রম শীঘ্র প্রশমিত হইয়া যায়। ৯।

সাধক এই স্থলে বুঝিয়া লইবেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান আছে, ততক্ষণই উপাসনা ; তার পর সমাধি বা নির্ব্বাণ অবস্থা, মনোবৃত্তি তখন প্রকৃতিগর্ব্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, যোগী তখন মন হারাইয়া পরমাত্মসত্তার অতিরিক্ত জীবাত্মার সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন, " আমি আছি " এ জ্ঞান পর্য্যন্তও যখন নাই, তখন সেই একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিৎসত্তায় যে নিরাকার ভাবের উপলব্ধি হয়, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, অধিক কি আমি পর্য্যন্তও যখন নাই, তখন সে নিরাকার দর্শন করে কে ? এ রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন। ইহার নাম নিরাকার দর্শন নহে, সাক্ষাৎ বিদেহকৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি। সেই অবস্থায় নিরাকার হইব এই আশ্বাসে যাঁহারা শত জন্ম পূর্ব্বে নিরাকারের অধিবাস করিয়া নিরাকার স্বপ্ন দেখিতে থাকেন, তাঁহাদিগের উদ্যোগিতার প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু উদ্যোগিসম্প্রদায়কে ইহাও বলিয়া রাখি যে, নিরাকার হইবার জন্য কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয় না—এই নিখিল সাকার ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি এক দিন নিরাকার করিবেন, সময় হইলে তোমাকে আমাকে নিরাকার করিতে তাঁহার বড় অধিক ক্ষণ লাগিবে না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সাকার আসিয়া সম্মুখে না দাঁড়াইলে, এ আকার ভাঙ্গিয়া নিরাকার করিতে নিরাকারের বাবারও সাধ্য নাই !!

এত গেল ধ্যানধারণা সমাধির কথা, ইহার পর পূজার প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। সাকার ভিন্ন উপাসনা হয় না, এ কথা অনেকবার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন মূর্ত্তিপূজা বা প্রতিমা পূজা কথাটা কি ? এবং প্রতিমাপূজক উপাসকমণ্ডলী অন্ধবিশ্বাসগ্রস্ত নির্ব্বোধ নিম্নাধিকারী কি না, তাহাই একবার দেখিতে হইবে। যাঁহারা বাহির হইতে প্রতিমাপূজা দেখিয়া তাহার সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগের সে সমালোচনাকে " তাঁহাদিগের দেখার সমালোচনা " না বলিয়া প্রতিমা পূজার সমালোচনা বলিতে পারি না, কারণ পূজার্চ্চা ইত্যাদি শাস্ত্রেরই কথা, পূজার পদ্ধতি শাস্ত্র এবং পূজার অধি-

কারী সাধক, ইহাঁরা যাহা বলেন, সমালোচকের সমালোচনা তাহার বিপ-রীত। শাস্ত্র ও সাধক বলেন—"সাধনা ও সিদ্ধি" সমালোচক বলেন, "খেলা ও আমোদ" এখন এই উভয়ের মধ্যে ভুক্তভোগীর কথা ছাড়িয়া আমরা নিঃ-সম্পর্কীয় বাজে লোকের কথায় বিশ্বাস করিব কোন্ প্রাণে? মূর্ত্তি উপাসনার তত্ত্ব ত বাহির হইতে দেখিবার বস্তু নহে; যিনি সে তত্ত্বের উপাসক, তিনিই তাহার দর্শক; তবেই ত সমালোচক কেবল তাঁহার নিজ বুদ্ধি বিদ্যার সমালোচক বই আর কিছুই নহেন। অন্তরে পূজার সাধক এবং বাহিরে পূজার দর্শক এই উভয়েত এক পদার্থ নহেন, পণ্যবীথিকার দর্শক নিজ বুদ্ধিবিদ্যাবলে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, মিষ্টান্নের আকার কিরূপ, বর্ণ কেমন, পরিমাণ কত, স্পর্শ উষ্ণ কি শীতল; দর্শক এ সমস্ত বলিয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু বলিয়া দিতে পারেন কি, তাহার আস্বাদ মধুর কি তিক্ত? কটু কি অম্ল? যিনি নিজ জিহ্বায় কখনও তাহার রসাস্বাদ গ্রহণ করেন নাই, তিনি সহস্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত বিচক্ষণ হইলেও বলিয়া দিতে পারিবেন না যে, মিষ্টান্নের আস্বাদ এইরূপ। আবার ভুক্তভোগী হইয়াও মিষ্টান্নের আস্বাদগ্রাহী সহস্র বাগ্‌বিন্যাস-কৌশলেও তাঁহাকে মিষ্টান্নের আস্বাদতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না, যিনি কখনও নিজমুখে মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণ না করিয়াছেন; তদ্রূপ শক্তি-সম্পন্ন সাধক মহামন্ত্র শক্তিবলে প্রতিমায় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যে লোকাতীত তত্ত্বের অনুভব করেন, নাস্তিক তাহা দেখিবেন কি করিয়া? শাস্ত্র ত এ কথা বলেন নাই যে, হাটে ঘাটে খাটে বসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে দেবতার আবির্ভাব দেখিতে হইবে!! তিনি বলিয়াছেন— এই এই করিলে এই এই হইবে— এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমি তাহার কি কি করি-য়াছি? শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল গুরুসেবার পর গুরুকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া যথাশাস্ত্র গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া সাধনার অলৌকিক নিগূঢ়তত্ত্ব সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্রশক্তি চৈতন্য হইলে, তবে সাধক সেই মন্ত্রবলে অচেতন মৃণ্ময় পাষাণময় যন্ত্র মূর্ত্তি

ইত্যাদিতে চৈতন্যময়ী দেবতার আবির্ভাব সঞ্চার করিতে পারিবেন। এখন দোহাই ধর্ম্মের, ভাই সমালোচক! একবার প্রাণের কবাট খুলিয়া সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি ইহার কি করিয়াছ? আদৌ তুমি ঘোর সন্দিগ্ধ মহা অবিশ্বাসী—সাধন ভজন ত পরের কথা, গুরুসেবা বা দীক্ষাগ্রহণেই তুমি চির-অনধিকারী, আর তুমি কি না শক্তিসম্পন্ন সাধকের সাধ্য অলৌকিক তত্ত্বময় প্রতিমায় দেবপূজার সমালোচনা করিতে যাও। বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা তোমার আস্পর্দ্ধার বিষয় আর কি হইতে পারে? দুর্ভাগ্যক্রমে পাগলের দেশে পাগলকে পাগল বলিবার কেহ নাই, ভাই সমালোচক! তাই সৌভাগ্যক্রমে তোমার সমালোচনা করিবার কেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আজ মনে করিও না যে, পৃথিবী কেবল উন্মত্তেরই রাজধানী!!!

সমালোচকের সূক্ষ্ম সমালোচনায় এবং দয়ানন্দী দলের দয়ায় আজ কাল দুই একটী নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা —— প্রতিমা পূজা মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা ইত্যাদি। নাস্তিক সম্প্রদায় দ্বারা এই সকল ভাষার বহুল-প্রচারফলে আজ কাল অনেক নিরক্ষর এবং সাক্ষর অচৈতন্য হিন্দুও আপনাকে প্রতিমাপূজক ও মূর্ত্তিপূজক বা পৌত্তলিক বলিয়া গৌরব-সহকারে লোকসমাজে অভিহিত করেন। তাঁহারা হয় ত মনে করেন, এ সকল শব্দ আমাদেরই শাস্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি? আর্য্যশাস্ত্র বা আর্য্যপুরুষের কথা দূরে থাক, নিতান্ত অনার্য্য বংশে এবং অনার্য্য অংশে জন্ম না হইলে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সত্ত্বে মনুর সন্তান মানবের মুখে কখন এ সকল শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে না। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ভেদ করিলে প্রগাঢ় নাস্তিকতার ভাণ্ডার খুলিয়া যায়। অনেক লেখক লিখিয়া থাকেন, "প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রতিমাপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে" কথাগুলি শুনিলেই বোধ হয় যেন ইহার সহিত মন্ত্র দেবতা বা সাধনার কোন সম্পর্কই নাই, কেবল প্রতিমারই পূজা। অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষ আবার তাহার সারতত্ত্ব নিষ্কাশন করেন যে, আজ কাল যেমন শোকস্মারক মৃত-মূর্ত্তি-স্তম্ভসকল নির্ম্মাণ করিয়া

তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, প্রতিমাপূজাও তাহাই—যেন দেবতা সকল মরিয়া গিয়াছেন, আর আমরা (পরলোক না মানা, অথচ সমাজভজা নির্লজ্জের দল) তাঁহাদের মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। হা ভগবন্! কত দিনে এই শিক্ষিতমূর্খ জন্মান্ধ-দলের চক্ষু ফুটিবে? কত দিনে এ সকল ব্যাখ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব! ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ব্ভে এ ঘটোৎকচের উৎপত্তি আর কত কাল হইবে? "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" সঙ্করজাতি সকল মাতৃ-ধর্ম্মেই অনুশাসিত হয়, তাই ভারতের ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সকল নাস্তিকতাই উদ্গীরণ করে। ইহাতেও সন্তুষ্টি হয় নাই—আবার সাকার উপাসক আর্য্যগণ না কি পৌত্তলিক। পুত্তলিকার উপাসনাই ইহাঁদিগের ধর্ম্ম! অর্থাৎ সাকার উপাসকগণ পুতুলের পূজা করেন, দেবমূর্ত্তির নাম পুতুল!! অজ্ঞান বালকবালিকা যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে—সাকার উপাসনাও তেমনি একটা ধূলা খেলা বিশেষ এবং উপাসকেরাও তদ্রূপ অজ্ঞান বিশেষ। সমালোচক! তুমি ত আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান কর, বলিতে পার কি? যাহাদিগের বেদ তন্ত্র পুরাণ দর্শন জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদের পত্রোচ্ছিষ্টভোজীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়া তোমার এ জ্ঞানবিজ্ঞানগর্ব্ব, সেই সাকার উপাসক—প্রতিমায় দেবপূজক—জ্ঞানিকুলচূড়ামণি সাধকগণ অজ্ঞান ছিলেন? দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহারা যে উপাসনাতত্ত্বকে দুর্দ্ধর্ষ তেজঃপুঞ্জ বলিয়া মনে করিতেন, তোমার আমার মত পতঙ্গ যদি আজ্ সেই গগণস্পর্শী দুর্লঙ্ঘ্য তেজোমণ্ডল উল্লম্ফনে উল্লঙ্ঘন করিতে যায়—তাহা কি সাক্ষাৎ মৃত্যুর নিমন্ত্রণ নহে? হরি! হরি! সাধকের সাধনাসাধ্য পরমারাধ্য দেবমূর্ত্তির নাম কি না পুতুল! চৈতন্যময়ী দেবতার অধিষ্ঠান-যন্ত্রের নাম কি না অচেতন জড়—অথচ সেই চৈতন্যময়ীর অস্ফুট আভাসের ছায়া পাইয়া তুমি কি না নিজ দেহকে সচেতন বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর। তুমি নিদ্রিত থাকিলে তোমার অবোধ শিশু সন্তান অনায়াসে তোমাকে অচেতন মনে করিতে পারে;

কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান (যে তোমাকে ডাকিয়া জাগাইতে পারে) সে ও কি তাহাই মনে করিবে? জগৎপিতা বা জগদম্বার মূর্ত্তির নিকটে তুমি আমিও তদ্রূপ অবোধ সন্তান, তাই তাঁহার মূর্ত্তি তোমার আমার নিকটে জড় বই আর কিছুই নহে—কিন্তু যে তাঁহাকে ডাকিয়া জাগাইতে পারে অর্থাৎ সেই নিত্যজাগ্রৎস্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মা নিজে জাগিয়া যাহাকে জাগাইয়া, ডাকিয়া আবার তাঁহাকে জাগাইবার ক্ষমতা দিয়াছেন—তাঁহার নিকটে তাঁহার মূর্ত্তির স্বরূপপ্রকাশ চৈতন্য ভিন্ন কখনও জড় হইতে পারে না, কেননা তিনি চৈতন্যময়ীর প্রসাদে নিজে চৈতন্যস্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। তুমি আমি নিজে জড়, তাই তোমার আমার নিকটে তাঁহার মূর্ত্তিও জড়; ইহা তাঁহারও দোষ নহে, তাঁহার মূর্ত্তিরও দোষ নহে, তোমার আমার জন্মান্তরীণ নিজকৃত কর্ম্মের দোষ!!!

উপাসনা কাণ্ডের ফল বিভাগ লইয়া বিচার বা আলোচনা অসম্ভব; কারণ অনাস্বাদিতরস পুরুষকে ফলেরতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন—— এ জন্য অন্ততঃ উপাসনার প্রক্রিয়াতত্ত্ব লইয়াও আমরা দেখিব, সাকার উপাসক——মূর্ত্তিময়ী দেবতার সেবক——আর্য্যসাধক-সম্প্রদায় অজ্ঞান বা নিম্নাধিকারী কি না?

দেবমূর্ত্তির নাম শুনিলেই ক্রোধে অচৈতন্য হইয়া পড়া, শাস্ত্রমতে ইহা অসুরের ধর্ম্ম; অংশে বংশে অসুরত্ব প্রবেশ না করিলে কখনও দেবতার প্রতি বিদ্বেষ হয় না, আবার দেবতার প্রতি বিদ্বেষ না হইলেও অসুরত্ব মোচন হয় না। জ্বরবিরামের সময় হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শরীরে যেমন ঘর্ম্মোদ্গাম হয়, অসুরত্ব মোচনের সময় হইলেও তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই দেবতার প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয়—— কেন না "অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে" পাপ বা পুণ্য ইহার কিছুই অতি উৎকট না হইলে ইহলোকে তাহার ফল ফলে না। তুমি হয় ত মনে কর, মূর্ত্তিত দেবতা নহে, তবে তাহা দেখিয়া এ মূর্খমণ্ডলী হাসেই বা কেন? কাঁদেই বা কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত-পাষণ্ড-

রাজ। দেবমূর্ত্তির নাম শুনিলে তোমার রাগ হয় কেন—? দেবতার নাম শুনিলে অস্থরের রাগ হয় ইহা সত্য, কিন্তু তোমার মতে মূর্ত্তি ত দেবতা নহে, তবে তাহা দেখিয়া তুমি রাগ কর কেন? হাঁসি কান্নাও বিকার, রাগও বিকার দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার না হয় দানবত্বসুলভ রাজস বিকার ক্রোধ হয়, আমার না হয় মানবত্ব-সুলভ সাত্ত্বিক বিকার উল্লাস, হাস্য বা আনন্দাশ্রুর উদ্গাম হয়, তাহা বলিয়া কি করিবে! ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি গুণের অধীশ্বরী; গুণের তারতম্য অনুসারে তিনি তাহার লক্ষণ সকল পরিস্ফুট করেন। তোমার যদি দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া কোন বিকারই না হইত, তাহাহইলেও তুমি একদিন বলিতে পারিতে "ইহারা হাঁসে কেন, কাঁদে কেন?" তুমি যখন মূর্ত্তি দেখিয়া রাগিতে শিখিয়াছ, তখনই তোমার ইহা মনে করা উচিত ছিল যে, যে রাগাইতে পারে, সে হাঁসাইতেও পারে, কাঁদাইতেও পারে —অচেতন মূর্ত্তির মধ্যে এমন কোন তীব্র চেতনা আছে—যাহার বলে তোমার সর্ব্বত্র বিস্ফারিত প্রেমের চক্ষুঃ, দয়ার চক্ষুঃ, ভ্রাতৃভাবের চক্ষুও শত্রুভাবের প্রভাবে আরক্ত হইয়া উঠে। মূর্ত্তিতে দেবতার স্বরূপসম্পর্ক ত তুমি মান না, কেবল নামের সম্পর্কে যদি তোমার এই পর্য্যন্ত মানবপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনে কর দেখি, যাঁহারা সেই মূর্ত্তিতে দেবতার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃ অবলোকন করেন, তাঁহাদিগের আনন্দ উল্লাসের বিকার কতদূর হওয়া উচিত। তোমার দৃষ্টিতে তুমি দেখ প্রতিমার পূজা, কিন্তু যিনি স্বয়ং পূজা করেন, অলৌকিক দৃষ্টিবলে তিনি ত দেখেন——অচেতন প্রতিমাযন্ত্রে চৈতন্যময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর হইতে বিসর্জ্জনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধকের সিদ্ধনয়নে মৃণ্ময়ী প্রতিমা তখন চিণ্ময়ীর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্যনবলাবণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননীর ব্রহ্মময় কান্তিচ্ছটাই উদ্গীরণ করেন!!

এত গেল সাধকের কথা, আর সাধনাশূন্য নাস্তিকতাপূর্ণ দৃষ্টিতে যদি প্রতিমাকে অচেতন বলিয়াই জান, অচেতন বলিয়াই যদি

অন্তরের সহিত বিশ্বাস কর, তাহা হইলেও মনে কর, প্রতিমার উপর রাগ করা তোমার কতদূর নীচহৃদয়তার পরিচয়? কত দূর জঘন্যবৃত্তির উদ্গীরণ? কতদূর কাপুরুষতা? যাহাকে অচেতন বলিয়াই জান, যাহার কোন ক্ষমতাই নাই, তাহার উপর রাগ করা কেন? কংসাসুরের মত আছাড় দিয়া তুমি প্রতিমা ভাঙ্গিতে যাও কেন? যোগীন্দ্র-পুরুষ হৃদয়মন্দিরে যাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারেন না, তুমি তাঁহাকে মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিয়া আছাড় দিতে চাও। কংস যাঁহাকে আঁটিতে পারেন নাই, তুমি তাঁহাকে ধ্বংশ করিতে যাও। ইহা অপেক্ষা আস্পর্দ্ধার কথা আর কি আছে? তোমার ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণ মশক মক্ষিকার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া আবার সেই ত্রিলোকবিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ বধের জন্য নন্দনন্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী হইবেন; কিন্তু তোমার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য রাখিয়া যাইবেন সেই বিভূতি, যাহা নরলোকলীলার জন্য গোকুলে নন্দালয়ে অবতীর্ণ। কংস যদি দেবকীর অষ্টম-আত্মজ হইতে নিজ পাপের সমুচিত দণ্ড হইবে ইহা বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে কি সে কখনও দেবকীর পুত্র কন্যা বধ করিতে অগ্রসর হইত? ইহা দেখিয়াই ত বোধ হয় যে, তুমি প্রতিমায় দেবত্ব বিশ্বাস না কর তাহা নহে, তবে নিজকৃত পাপের অনুতাপে নিদারুণ নরকযাতনার ভয়ে ভীত হইয়াই দণ্ডকর্ত্তার মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে যাও, এইমাত্র বিশেষ। মনে মনে ভয়ে ভয়ে বিশ্বাসটি বিলক্ষণই কর, কিন্তু দুঃখ এই যে, প্রমত্ত-পুরুষের স্মৃতির ন্যায় বিদ্বেষে অন্ধ হইলে পরক্ষণে আর তাহা থাকে না। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভাঙ্গিতে যাও, কিন্তু ভাঙ্গিতেছ কাহাকে, তাহাই কেবল বুঝিতে পার না। সমালোচক! তাঁহাকে কেহ ভাঙ্গিতেও পারে না, গড়িতেও পারে না। বাহিরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া আর তুমি ভয় দেখাও কাহাকে? পূজার পরে আমরাও ত সে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া থাকি; তুমি হয় ত ঘরেই বিসর্জ্জন দেও, আমরা না হয় জলে লইয়া বিসর্জ্জন দেই; কিন্তু বাহিরের মূর্ত্তি বাহিরে বিসর্জ্জন দিয়া অন্তরের মূর্ত্তি অন্তরে ভরিয়া লই। অন্তর হইতে চিন্ময়ীর যে জ্যোতিঃ

আনিয়া মৃণ্ময়ীতে সংযোজিত করিয়াছিলাম, মৃণ্ময়ীতে পূজা শেষ করিয়া আবার সেই চিন্ময়ীর জ্যোতিঃ চিন্ময়ীতেই সংযোজিত করিয়া লই— কৈ কিছুই ত ভাঙ্গিয়া যায় না— তোমার মত একেবারে কিছুই ত ধুইয়া মুছিয়া যায় না— বাহিরের মণ্ডপে যেমন ভুবনভরা রূপের ছটা, অন্তরের মণ্ডপেও তেমনি অনুপম সৌন্দর্য্যঘটা— মা আমাদিগের যেমন ভিতরে, তেমনি বাহিরে, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে ; কিছুদিন এইরূপ ভিতরে বাহিরে আনা লওয়া করিতে করিতে প্রাণের কবাট যে দিন একেবারে খুলিয়া যাইবে—সেই দিন আমার আবাহন বিসর্জন জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে। বাহিরে চাহিলে যে দিন ভিতরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব, ভিতরে চাহিলে যে দিন বাহিরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব--ভিতরে বাহিরে, বাহিরে ভিতরে যে দিন এক হইয়া যাইবে, সেই দিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া, চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন, অশান্ত নৃত্যকালী সেই দিন আমার শান্ত হইবেন, কিম্বা কি জানি, অন্তরে বাহিরে খোলা পথ পাইয়া হয় ত আনন্দে আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন ; কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও সে দিন আমি আর তাঁহাকে আনিবও না, লইবও না, তিনি আপন আনন্দে আপনি আসিবেন, আপনি যাইবেন— আপনি নাচিবেন, আপনি গাইবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া দিয়া "জয় মা" বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব। ভাই! মায়ের সন্তান সমালোচক! মা করুন্ তোমাকে যেন এ আনন্দে বঞ্চিত হইতে না হয়, তুমি যাঁহাকে অন্তরের মা বলিয়া জান তিনিই দয়া করিয়া নিজ শক্তিবলে অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, সে শক্তির পরিচয় পরে ; এখন এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আর্য্যসাধকের বাহিরে মূর্ত্তি না থাকিলেই অন্তরে মূর্ত্তি থাকে না, তাহা নহে——অন্তরে মূর্ত্তি আছে বলিয়াই বাহিরে সে মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছে—অন্তরের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই তবে বাহিরের মূর্ত্তিতে পূজার আরম্ভ হয়——বাহিরের মূর্ত্তির অভাবেও সাধক অন্ত-

রের মূর্ত্তি লইয়াই তাঁহার পূজায় সমর্থ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ভগবানের উক্তি——

শ্রীমদ্ভাগবতে——

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতা
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥

শৈলী১ (শিলাময়ী) দারুময়ী২ লৌহী৩ (লৌহময়ী) লেপ্যা৪ (চন্দনাদি লেপন দ্বারা নির্ম্মিতা) লেখ্যা৫ (চিত্রিতা) [স্বর্ণময়াদি প্রতিমাও চিত্রিতার অন্তর্ভুক্ত] সৈকতা৬ (বালুকা নির্ম্মিতা) মনোময়ী৭, মণিময়ী৮ এই অষ্টবিধ প্রতিমা। শিলাময়ী প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রতিমার সদ্‌ভাবে মনোময়ীকে মানস উপচারে পূজা করিয়া পরে বাহ্যমূর্ত্তিতে বাহ্য উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে; কিন্তু উক্ত সপ্তবিধ প্রতিমার অভাবে বাহ্যপূজাতেও মনোময়ী প্রতিমাকেই বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে হইবে। এই স্থানেই সাধকেন্দ্র রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ, তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হ'য়ে মনোময়ী হ'য়ে নাচ ॥"

তন্ত্রে দেবাদিদেব বলিয়াছেন——কুলার্ণবে

কুণ্ডস্থণ্ডিলয়োর্ম্মধ্যে শূর্পকুড্যপটেষু চ
মণ্ডলে ফলকে মূর্দ্ধ্নি হৃদয়েচ প্রকীর্ত্তিতা। ১।
এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাং
অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ। ২।
গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্‌যথা
তথা সর্ব্বত্রগো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে। ৩
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বস্য পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ
সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ সান্নিধ্যা দেবতা ভবেৎ। ৪।
গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণং
স্বকর্ম্মাবচিতং তত্তু দুহতা মেব পোষণং। ৫।
স্বকর্ম্মাবচিতং তত্তু পুনস্তানেব পোষয়েৎ

এবং সর্ব্বশরীরস্থ মাত্মনঃ পরমেশ্বরি।
বিনা চ সময়ং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং। ৬।
সকলীকৃত্য তৎপ্রাণাং স্তদীয়ানীন্দ্রিয়াণি চ
প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ্চয়েদ্দেবি চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ। ৭।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীন মপি মুক্তিফলপ্রদং
ক্ষময়া সাধয়েৎ সর্ব্বং হীন মঙ্গপদং বদেৎ। ৮
নিয়মাদতিরেকেন যদ্যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ
ন কিঞ্চিদপ্যস্য ফলং সিধ্যতি ক্রমদোষতঃ। ৯
ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন।
যথা করফলাদীনি সৎকর্ম্মাণি ফলন্তি হি। ১০
তদ্ বিধানাৎ কৃতং কর্ম্ম জপহোমার্চ্চনাদিযু।
দেবতা প্রীতিদা ভূয়াদ্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা। ১১
দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তি মজানতাং
কৃতার্চ্চনাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি। ১২
যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং দেবতা মন্ত্ররূপিণী
মন্ত্রবৎ পূজিতা দেবী সহসৈব প্রসীদতি। ১৩
কামক্রোধাদিদোষস্য সর্ব্বদুঃখ-নিযন্ত্রণাৎ
যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ।
শরীরমিব জীবস্য দীপস্য স্নেহবৎ প্রিয়ে
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তথা যন্ত্রং প্রতিষ্ঠিতং। ১৫
তস্মাদ্ যন্ত্রং লিখিত্বাবা পূজয়েৎ পরমাং শিবাং
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সর্ব্বং পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে। ১৬

[১] কুণ্ড এবং [২] স্থণ্ডিলের মধ্যে], (৩) শূর্প (কুলো) (মঙ্গলচণ্ডী কুলচণ্ডী ইত্যাদি পূজাব্রতে এখনও অনেক স্থানে আর্য্যকুল-মহিলাগণ সিন্দূর চন্দন দূর্ব্বাক্ষত ইত্যাদি দ্বারা শূর্পমধ্যে দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাকেন), [৪] কুড্য [গৃহভিত্তি] [পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধিকাংশ আর্য্য স্থানেই

পূজা ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গৃহভিত্তিতে দেবতার মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া থাকে] [৫] পট [বস্ত্রের উপরে বর্ণলেপাদি দ্বারা চিত্রিত] (৬) মণ্ডল [শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডল] [৭] ফলক (ধাতু কাষ্ঠ পাষাণাদি নির্ম্মিত ফলক) [৮] মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) ৯ হৃদয়। ১। দেবেশি। কর্ম্মকাণ্ডনিরত সাধকগণ সেই রূপাতীত পরমশিবস্বরূপিণীকেও ভক্তি মন্ত্র উভয়ের যোগবলে রূপবতী করিয়া এই সকল স্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন। ২। গাভীর সর্ব্বাঙ্গসঞ্চারী রক্ত হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি হইলেও তাহা যেমন কেবল তাহার স্তনরন্ধ্র দ্বার হইতেই নির্গত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ বিশ্বব্যাপিনী দেবতা সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রতিমাদিতেই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়। ৩। প্রতিমা যদি যথাশাস্ত্র দেবতার অনুরূপ হয়েন, পূজার উপচারাদির যদি বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, আর সাধকের যদি একান্ত বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলেই প্রতিমাদিতে দেবতা সন্নিহিতা হয়েন। ৪। গাভীর শরীরে ঘৃত থাকিলেও তাহা কাহারও দেহের পুষ্টিসাধন করে না, কিন্তু যাঁহারা তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া উত্তাপে আবর্ত্তন ইত্যাদি স্বকৃত কর্ম্মপরম্পরার দ্বারা তাহা হইতে ঘৃত সঞ্চয় করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই সে ঘৃত দেহপুষ্টির কারণ হয়। এইরূপে ঘৃত যেমন দেহপুষ্টির কারণ হয়, পরমেশ্বরি! সকলেরই আত্মশরীরস্থ দেবতাও তদ্রূপ উপাসনা ব্যতিরেকে সাধককে ফল প্রদান করেন না। ৫। ৬। অতএব উপাসনার বিধি অনুসারে দেবতার প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রাণ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয় করিয়া তত্তমন্ত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে, অন্যথা প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভাবে পূজাদি করিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। ৭। প্রাণপ্রতিষ্ঠা যথাশাস্ত্র সিদ্ধ হইলে উপাসনা অন্যান্য মন্ত্রহীন এবং ক্রিয়াহীন হইলেও মুক্তিরূপ মহাফল প্রদান করিবে ; যাহা কিছু অঙ্গহীন হইবে, সাধক দেবতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক সে সকলের পরিহার করিবেন। ৮। শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অতিক্রম পূর্ব্বক যিনি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ক্রমভঙ্গ-দোষহেতু তাঁহার সে কর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্রও ফলপ্রদ হইবে না। ৯। শাস্ত্রীয় বিধি হইতে

ন্যূন বা অতিরিক্তরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল কদাচও সফল হইবে না। শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত সৎ কর্ম্মের ফল সকল করস্থিত ফলাদির ন্যায় নিত্য প্রত্যক্ষ হইবে। ১০। অতএব জপ হোম পূজা ইত্যাদি ব্যাপারে বিধান অনুসারে কর্ম্মের আচরণ হইলে সেই ক্রিয়া দেবতার প্রীতিদায়িনী এবং সাধকের ভোগ মোক্ষ উভয় ফলের বিধায়িনী হইবে। ১১। শাম্ভবি! দেবতার স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব এবং মন্ত্রের শক্তি যাহারা না জানে, তাহাদিগের কৃত অর্চ্চনাদি সমস্তই ব্যর্থ হইবে। ১২। যন্ত্র সমস্ত মন্ত্রময় এবং দেবতা মন্ত্রশক্তি স্বরূপিণী, অতএব যথাশাস্ত্র মন্ত্র সহকারে পূজিতা হইলেই দেবতা সহসা প্রসন্না হয়েন। ১৩। জীবের কামক্রোধাদি দোষ এবং তজ্জনিত নিখিল দুঃখের নিযন্ত্রণ হেতু যন্ত্রের "যন্ত্র" নাম; এই যন্ত্রে দেবতা পূজিতা হইলেই তাঁহার প্রীতির কারণ হয়। ১৪। জীবের সম্বন্ধে যেমন দেহ, দীপের সম্বন্ধে যেমন স্নেহ (তৈলাদি) সমস্ত দেবতারই যন্ত্র তদ্রূপ নিত্যলীলা স্থল। ১৫। অতএব, প্রতিমানির্ম্মাণ পূর্ব্বক অথবা যন্ত্র-বিলেখন পূর্ব্বক পরমেশ্বরীর পূজা করাই মুখ্য কল্প; কিন্তু প্রিয়ে! গুরু মুখে ইহার সমস্ততত্ত্ব অবগত হইয়া যথাবিধানে পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ১৬।

শাস্ত্র যে স্থলে প্রতিমার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্থলেই এইরূপে আদ্যন্তে মনোময়ী দেবতার কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন——

প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে জিতপ্রাণোথ সাধকঃ
ঐক্যং সঞ্চিন্তয়েদ্দেব্যা বাহ্যান্তর্ম্মূর্ত্তি যুগ্ময়োঃ॥

এইরূপে জিতপ্রাণ সাধক ইষ্ট দেবতাকে ধ্যানবলে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে অন্তরস্থ দেবী মূর্ত্তি এবং বহিঃস্থিত দেবী মূর্ত্তি এই উভয়ের একত্ব চিন্তা করিবেন। যথাস্থানে ইহার প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইবে, এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিবার কথা যে, অন্তরের মূর্ত্তিকেই বাহিরের মূর্ত্তিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এখন একবার সমালোচক মহাশয় বুঝিয়া দেখিবেন যে, মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সাকার উপাসনা উঠাইবার চেষ্টা করা ভ্রান্তি-বিড়ম্বনা কি না? মনোময়ী, মৃণ্ময়ী, যে মূর্ত্তিই কেন না হউন, প্রতি-

দিন পূজার পরে আমরা তাঁহাকে ভাঙ্গিতেছি; এত ভাঙ্গাতেও যাঁহাকে এক নিমেষের জন্য ভাঙ্গিতে পারিলাম না— ভিতরে বাহিরে যখন যেখানে চাই, তখনই সেইখানে দেখিতে পাই, হয় ভগবান্ নয় ভগবতী, ইচ্ছা-ময়ীর যখন যেরূপ ইচ্ছা, তখন সেইরূপেই এলোমেলো পাগ্‌লী মেয়ে মা আমার অসিটি ছাড়িয়া, বাঁশীটি ধরিয়া, বাঁশীটি ছাড়িয়া, অসিটি ধরিয়া, কখনও কখনও আবার অসিটি বাঁশীটি একটি করিয়া, হাঁসিটী তাহাতে মিশাইয়া, চুলটি ছড়াইয়া, চূড়াটি বাঁধিয়া, হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাকে; ঘুমাইয়া থাকিলে আপনি আসিয়া বাঁশীটি বাজাইয়া জাগাইয়া দেয়; আবার অপরাধ হইলে অসিটি তুলিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া ভয় দে-খায়; কোন্ পাষণ্ড এ মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে পারে? যে মূর্ত্তির সঙ্গে প্রাণের এত গভীর ভালবাসা, কাহার সাধ্য ত্রিজগতে সে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে? বাহিরের মূর্ত্তি তোমার, প্রতিবিম্ব বই ত নয়। অন্তরের বিম্বমূর্ত্তি যতক্ষণ না ভাঙ্গিতেছে, ততক্ষণ বিম্বমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তুমি কি করিবে? নি-র্ম্মল নদীবক্ষে ধীরসান্ধ্যসমীরহিল্লোলে অনন্তবীচিমালায় নিজকনককান্তি-চন্দ্রিকাচ্ছটা সংক্রান্ত করিয়া শরদের স্বচ্ছসুন্দর চন্দ্রমণ্ডল তাহাতে প্রতি-বিম্বিত; অবোধ বালকের ন্যায় তুমি আমি যদি তাহাতে দণ্ডাঘাত করিতে যাই, মনে কর তাহাতে কি প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডল চূর্ণ হইয়া যাইবে? ভ্রান্ত তুমি আমি, জলের চাঞ্চল্য দেখিয়া মনে করিতে পারি চন্দ্রকে বুঝি শতধা সহস্রধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিলাম; কিন্তু ভাই! মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, জল স্থির হইলে দেখিবে—আবার যে পূর্ণচন্দ্র সেই পূর্ণচন্দ্র—তখন বুঝিবে এই জল-তরঙ্গচঞ্চল চন্দ্রমণ্ডলই কেবল চন্দ্রের মূর্ত্তি নহে, ইহা প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিবিম্বমাত্র; আকাশের বিম্বচন্দ্র নিজ চন্দ্রিকার অবলম্বনে জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন, তাই আজ্ জলে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে; তোমার আমার মত বামনের এই ক্ষুদ্র করদণ্ড যতক্ষণ্ সেই সুধাকরের কররাজ্য গগণসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ না করিতেছে—ভাই উত্তমশীল শিশু! ততক্ষণ ঐ পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল চূর্ণ হইবার নহে; তাই বলি ভাই! বিম্বকে আঘাত করিতে

না পারিলে বিম্বকে আহত করিয়া ফল কি? বাহিরে ভক্তের নয়ন-সম্মুখে তুমি যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, উহা ত কেবল বাহিরের বস্তু নহে, ভববক্ষো-বিহারিণী ভক্তহৃদয়চারিণীর যে মূর্ত্তি ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছে, ভক্তের প্রেমময় নয়ননদীর নির্ম্মল তরঙ্গলীলায় ভাবের হিল্লোলে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া ব্রহ্মময়ীর যে মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তিনি একেশ্বরী হইলেও অনন্ত ভক্তের নয়নে অনন্ততরঙ্গে তাঁহার যে অনন্ত মূর্ত্তি সমুদিত হইয়াছে, তাহাও কেবল বাহিরের বস্তু নহে। যদি সেই অন্তরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে কাহারও অধিকার থাকিত, তবেই এ কথা এক দিন শোভা পাইত যে, "মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সাকার উপাসনা উঠাইব।" তুমি আমি যদি আজ নিজ নিজ প্রচণ্ড নাস্তিকতাদণ্ডে বাহিরের একটি মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে যাই, মনে করিয়াছ কি তাহাতে মূর্ত্তি ভাঙ্গিবে? কখনই নহে, কেবল ভক্তের নয়নে আঘাত করিলে ভক্তির মধুময় অশ্রুজল উচ্ছলিত হইয়া সমস্ত সমাজবক্ষঃ আলোড়িত করিবে, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে সে গভীর জল স্থির ধীর প্রশান্তরূপ ধারণ করিবে। জল চঞ্চল হইলে চন্দ্রবিম্ব তথা হইতে অন্তর্হিত হয় না, অধিকন্তু লহরীতে লহরীতে বিশদ কৌমুদীমালা নাচিয়া নাচিয়া খেলিতে থাকে—তদ্রূপ তোমার আঘাতেও ভক্তনয়ন হইতে দেবতার সে প্রতিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবে না, অধিকন্তু হৃদয়ময়ী দেবতার মহাশক্তি ভক্তের নয়ননীরে লহরীতে লহরীতে খেলিতে থাকিবে—দেখিতে দেখিতে শান্তির সান্ত্বনা আসিয়া সে নয়ননীর প্রশান্ত করিয়া দিবে, তৎক্ষণাৎ দেখিবে—ভক্তের অন্তর্যামিনী ব্রহ্মময়ী আবার বাহিরে মূর্ত্তিময়ী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভক্তের সম্মুখে তাঁহার সেই মৃদু মধুর হাস্যচ্ছটার প্রকট বিকট ভঙ্গী, আর তোমার আমার এই মূর্ত্তিভঙ্গের পরাক্রমমহিমা দেখিয়া তখন মনে হইবে, যেন রণবিজয়িনী মহিষমর্দ্দিনী আজ বামচরণের অঙ্গুষ্ঠভরে দানবদর্প চূর্ণ করিয়া দেববর্গে স্বর্গের অধিকার বিন্যস্ত করিয়া অট্টহাসি হাসিতেছেন। জগদম্বে! সে দিন আনিয়া দাও মা! দয়া করিয়া আমায় তেমনি নাস্তিকতা শিখাইয়া দাও, যাহার বলে যোগীন্দ্রের ধ্যানদুর্লভা মা তুমি স্বয়ং

সমরাঙ্গনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রণরঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও, যে নাস্তিকতার মহাপ্রেম সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া মহেশ্বরের হৃদয়নিধি চারুচরণসরোরুহ দুরন্ত দানবের কঠোর কণ্ঠ স্কন্ধে সংস্থাপিত কর, অপারকরুণাময়ি মা। ত্রিসংসার খুঁজিয়া তোমার এ করুণার তুলনা নাই; এই গুণেই মা তুমি জগতের মা, পুত্র ভিন্ন সংসারে তোমার শত্রু কেহ নাই, ইহাই তাহার চরম উদাহরণ। ধন্য মা করুণাময়ি! তুমি ধন্য, তোমার দয়া ধন্য, শত্রুরূপী পুত্র তোমার ততোধিক ধন্য ধন্য!! ভাই সমালোচক! এ সময়ে তুমিই বন্ধু, তাই আজ্ তোমাকেই কাঁদিয়া বলি, এ সংসারে মায়ের রাজ্যে সবাই ধন্য, কেবল দুর্ভাগ্য তুমি আমিই অধন্যের শিরোমণি। না গেলাম নাস্তিকতায়, না আসিলাম আস্তিকতায়, না পারিলাম শত্রু হইতে, না পারিলাম পুত্র হইতে। তাই আজ্ বড় দুঃখে কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"বল্ মা! আমি দাঁড়াই কোথা ?"

কোথায় দাঁড়াইব, তাহা তিনি জানেন, তবে পথের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে বসিয়াছি, তাই আজ তোমাকে আরও দুই একটী কথা বলিব——শুনিতে পাই, তুমি না কি কথায় কথায় বলিয়া থাক, "মূর্ত্তিপূজকেরা জড়ের উপাসক", ইহাতে প্রকারান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন যে, তুমি সাক্ষাৎ চৈতন্যের উপাসক। মূর্ত্তিপূজকেরা জড়ের উপাসনা করে, এ কথা বলা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে, বরং বলাই স্বাভাবিক। কেন না, "অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধিগৃণন্" যাহার যতদূর বুদ্ধির পরিণাম, সে তাহা বলিবে, তাহাতে নিন্দার কোন কথা নাই। তুমি মূর্ত্তিপূজককে জড়ের উপাসক বল, তজ্জন্য তোমাকে বলিবার কিছু নাই; কিন্তু তুমি স্বয়ং চৈতন্যময় ব্রহ্মের উপাসক, তাই তোমাকে আজ দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। "বৃংহ" ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, ইহা তুমি জান, যিনি বিশ্বব্যাপী, তাঁহার নাম ব্রহ্ম, ব্রহ্ম চৈতন্যময় ইহাও তুমি মুখে বলিয়া থাক—সেই ব্রহ্মের উপাসক হইয়া তুমি তাঁহার মূর্ত্তিকে "জড়" বল ভাই! কোন্ প্রাণে? যিনি বিশ্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র যাঁহার সত্তা, স্বর্গ

হইতে নরক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যাঁহার সমান আবির্ভাব, প্রতিমায় তাঁহার অস্তিত্ব নাই, ইহা কি তোমার আস্তিকের কথা ? দ্বৈতবাদী এক দিন "জড় চৈতন্য পদার্থ দুই" বলিলেও তাঁহার মুখে কতক শোভা পায়—তুমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক হইয়া চৈতন্যের অতিরিক্ত "জড়" বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার কর কোন্ মুখে ? "জড় হউক, চৈতন্য হউক, কোন উপাসনার ধার ধারি না," ইহা যদি বলিতে পার, তবে এক দিকে তোমার অব্যাহতি আছে বটে; কিন্তু তাহা হইলেও অন্য দিকে জড় বলিয়া কোন পদার্থই নাই— ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুমি "জড়" বল তাহাকে, যাহাতে কোন চৈতন্যের লক্ষণ দেখিতে পাও না, যথা—মৃত্তিকা জল কাষ্ঠ পাষাণ ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এ গুলিকে যে তুমি জড় দেখ, তাহা কি ইহাতেই চৈতন্য নাই বলিয়া ? না, তোমারই সে চক্ষুঃ নাই বলিয়া ? অনেকে আবার বৃক্ষ গুল্ম লতা বনস্পতি ইত্যাদিকেও জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; তাঁহারা হয়ত বুঝিয়াছেন যে, আহার নিদ্রা ভয় সংসর্গ, এই চারিটিই জীবের লক্ষণ, ইহা যাহাতে না আছে, তাহাই জড় ; কিন্তু শাস্ত্রে বলিয়াছেন, বৃক্ষলতা ইত্যাদি কিছুই জড় নহে—উহারাও স্থাবর জীব। মনু বলিয়াছেন, "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈ রন্ত্যজাতিতাম্॥" শরীরজ কর্ম্মদোষে অর্থাৎ দেহ দ্বারা পাপের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সেই পাপের ফলে স্থাবরত্ব (বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদি জন্ম) লাভ করে, অর্থাৎ জন্মান্তরে স্বেচ্ছানুসারে শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা আর কোন অনুষ্ঠান না করিতে পারে ইহাই পাপের দণ্ড। বাচনিক পাপের ফলে পক্ষিজন্ম পশুজন্ম লাভ করে, অর্থাৎ জন্মান্তরে আর বাক্য প্রয়োগ করিতে না পারে ইহাই দণ্ড। মানসিক পাপের অনুষ্ঠান করিলে জন্মান্তরে অন্ত্যজ জাতি লাভ করে ; তাহারও উদ্দেশ্য এই যে, পর জন্মে আর প্রশস্ত মনোবৃত্তি লাভ করিতে না পারে। কেবল দিগ্‌দর্শনের জন্য আমরা এস্থলে মনুর বচনটি উদ্ধৃত রিলাম, বস্তুতঃ ইহা যথেষ্ট নহে, এ সম্বন্ধে শত সহস্র যুক্তি প্রমাণের

উল্লেখ হইতে পারে ; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাহার অবতারণা করিতে ভীত। এ বচনে ইহাই আমাদিগের দেখাইবার বিষয় যে, বৃক্ষ লতা ইত্যাদিও অচেতন বা জড় নহে, ইহারাও প্রাণী, ইহাদিগেরও জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি ইত্যাদি বিলক্ষণ আছে, তবে অন্যান্য প্রাণীর সুখ দুঃখ জন্য বিকার তুমি আমি যেমন পরিস্ফুট রূপে লক্ষ্য করিতে পারি, বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদির তদ্রূপ অনুভব করিতে পারি না, এই মাত্র বিশেষ। তাহার দুইটি কারণ— একটি—বৃক্ষাদিতে জীবরূপে যে চিৎশক্তি অধিষ্ঠিত, তাহা মায়াশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত। দ্বিতীয় কারণ— বৃক্ষাদিতে সুখ দুঃখ জন্য যে সকল বিকার উপস্থিত হয়, তাহা এত সূক্ষ্ম যে, তোমার আমার এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের এমন প্রখর সূক্ষ্ম শক্তি নাই, যাহাতে সে সকল বিকার আমরা প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করিতে পারি। সর্ব্বভূতদর্শী তপঃসিদ্ধ ঋষিগণ দেবগণ এবং দেবযোনিগণই তাহা অনুভব করিবার অধিকারী। তাই পুরাণাদি প্রসঙ্গে অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবানুভাব মহাপুরুষগণ যখনই শাপভ্রষ্ট হইয়া বৃক্ষাদি জন্মলাভ করিয়াছেন—তখনই ঋষিগণ বা দেবগণ শাপাপগমের কাল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই সকল স্থাবরাদি জন্ম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অতঃপর, ধাতু ও পাষাণ—তন্মধ্যে ধাতু সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ধাতু পর্ব্বতেরই অন্তর্গর্ভ খণিস্থিত, চেতনাচেতন লক্ষণ সম্বন্ধে ধাতু ও পাষাণে কিছু প্রভেদ নাই। পর্ব্বত একটী মহাপ্রাণী এবং উদ্ভিদ্ পদার্থের শিরোমণি, পৃথিবীর ধারণাশক্তি পর্ব্বতেই সমধিক অধিষ্ঠিত, তাই পর্ব্বতের নাম "ধরাধর"। পর্ব্বতের উৎপত্তি আছে, বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে। পৃথিবী ভেদ করিয়া পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতের বৃদ্ধি হয়, আবার ক্ষয়কালে পর্ব্বত ক্রমশঃ ভূগর্ব্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। তিল তিল পৃথিবী ভেদ করিয়া একটি পর্ব্বত যেমন সহস্র বৎসরে, লক্ষ বৎসরে, উৎপন্ন হয়, আবার তেমনই তিল তিল করিয়া সহস্র বৎসরে, লক্ষ বৎসরে, তাহা ভূগর্ব্ভে বিলীন হইয়া থাকে। পর্ব্বতেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। মৃত পর্ব্বতে জীবনীশক্তি

থাকে না ; মৃত বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় মৃত পর্ব্বতের প্রস্তরও কর্কশ ও নীরস হয়। মৃত বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, মৃত পর্ব্বতের নীরস প্রস্তরও তদ্রূপ অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে, পার্ব্বত্যতত্ত্বের অভিজ্ঞ প্রস্তরব্যবসায়িগণ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন ; কোন্ পর্ব্বত মৃত, কোন্ পর্ব্বত জীবিত, তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা দেখাইয়া দিতে পারেন ; কিন্তু তুমি হয় ত ইহা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছ যে, পর্ব্বতের আবার জীবন আছে? আজ্ তোমার এ হাসি দেখিয়া পর্ব্বত যে হাসিতেছেন না, বলিতে পার। ইহা তোমায় কে বলিল? এমন কোন বস্তু জগতে দেখাইতে পার কি, যাহার জীবন নাই অথচ বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে? লক্ষ কোটী বৎসর, সহস্র সহস্র যুগযুগান্ত, শত শত মন্বন্তর, এক এক পর্ব্বতের পরমায়ুঃ ; তুমি আমি বিশাল কালসমুদ্রের এক একটী নগণ্য বুদ্বুদমধ্যেও গণ্য নই, কেমন করিয়া এক জীবনে আমরা সে পর্ব্বতের জন্মমৃত্যু দেখিয়া চেতনত্ব জড়ত্ব পরীক্ষা করিব? পর্ব্বতের এক জীবনের মধ্যে তোমার আমার কত চতুরশীতি লক্ষবার ঘুরিয়া আসিবার কথা আছে, তাহা কে বলিবে? তাই পর্ব্বতের জন্মমৃত্যু দেখিয়া তাহার চেতনত্ব জড়ত্ব নিশ্চয় করিবার কথা তোমার আমার মুখে শোভা পায় না। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ক্ষয়বৃদ্ধি তোমার আমারও নিত্যপ্রত্যক্ষ ; তাহা দেখিয়াই পর্ব্বত চেতন কি অচেতন, তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার। অতঃপর মৃত্তিকা—মৃত্তিকার চেতনাতত্ত্ব আরও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। ভৌতিক অনুভব শক্তির দ্বারা তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন, তাহা কেবল একমাত্র সাধনসাধ্য দৈবশক্তির প্রভাবেই পরিজ্ঞেয়। সুতরাং সাধারণভাবে সে সম্বন্ধে লিখিয়া বুঝাইবার কিছু নাই। তদ্ভিন্ন—জড়রূপেই যদি পৃথিবীকে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলেও দেখিতে হইবে, বস্তুতঃই পৃথিবী জড় কি না? পার্থিব পরমাণু কেবল জড়শক্তিরই লীলাস্থল? অথবা চিৎশক্তি সূক্ষ্মরূপে তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহিরে জড়শক্তিকে কিঙ্করী করিয়া নিজকার্য্যসাধন করিয়া লইতেছেন? স্বীকার করিলাম, মৃত্তিকা কেবল জড়শক্তির লীলা-

স্থলী ; কিন্তু কা'ল যেখানে দেখিয়া আসিলাম, কেবল নীরস মৃত্তিকা ধূ ধূ করিতেছে, আজ্ সেখানে গিয়া দেখিতে পাই নবলাবণ্যময় অঙ্কুরের উদ্গম হইয়াছে। অচেতন মৃত্তিকার জড় পরমাণুমধ্যে এ সচেতন প্রাণীর জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইল কোথা হইতে ? এই প্রথম অবস্থা, আবার ইহার পরিণাম অবস্থা আরও বিচিত্র। দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর, স্তম্ব কাণ্ড পত্র পুষ্প সহকারে ক্রমে ফল প্রসব করিল, শস্য পক্ক হইয়া মনুষ্য পশু পক্ষীর উদরস্থ এবং উদরে জাঠর অগ্নিতে তাহার পুনঃ পরিপাক হইল, দেহমধ্যে সেই পক্ক শস্যের সারাংশ হইতে রস রক্ত মেদঃ শুক্র শোণিতের সৃষ্টি হইল, গর্ব্ভাশয়ে সে শুক্র শোনিত পুনঃ পরিপক্ক হইয়া সজীব সচেতন সাঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্তানরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—এখন নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও একমাত্র গর্ব্ভিনী ভিন্ন তোমার আমার তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করি-বার শক্তি নাই। ক্রমে দশমাস দশদিন অতিবাহিত করিয়া সন্তান যে দিন ভূমিষ্ঠ হইল, সেই দিন তুমি আমি বুঝিলাম যে, অচেতন শস্য আহার করিয়া তাহার এই সচেতন ফল ফলিয়াছে। শুক্র শোণিতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম-রূপে চিৎশক্তি না থাকিলে সন্তানে এ চেতনা আসিল কোথা হইতে ? আবার ভুক্ত শস্যে চেতনা না থাকিলে শুক্র শোণিতে চেতনা আসিল কোথা হইতে ? বৃক্ষে চেতনা না থাকিলেই বা ফলে (শস্যে) চৈতন্য আসিল কোথা হইতে ? আবার মৃত্তিকায় চেতনা না থাকিলেই বা বৃক্ষে চেতনা আ-সিল কোথা হইতে ? জড়বাদি-সমালোচক ! এখন একবার বল দেখি মৃত্তি কাই অচেতন, কি তুমি আমিই অচেতন !!! এই সূক্ষ্মরূপে চিন্ময়ী পৃথিবীকে স্থূলরূপে কেবল মৃণ্ময়ী বলিয়া বুঝিয়া উঠা কি তোমার আমার নিজ নিজ জড়-তার পরিচয় নহে ? যে পৃথিবীর প্রতিপরমাণুগত চিৎশক্তির প্রভাবে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ গুল্ম পর্ব্বত ইত্যাদি চরাচর জগৎ সচেতন, সেই পৃথি-বীকে, মৃত্তিকাকে, অচেতন জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করি ; আর যাহা ভাবিয়া দার্শনিকের মাথা ঘুরিয়া যায়, অনায়াসে তুমি আমি তাহা উপহাসে উড়াইয়া দেই, ইহা অপেক্ষা বালীকতা আর কি আছে ? দার্শনিক বলিতেছেন——

"এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজাল মপরং যদ্‌গর্ব্ববাসস্থিতং
রেত শ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরং
পর্য্যায়েন শিশুত্বযৌবন-জরা-রোগৈ রনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি ॥"

গর্ব্ববাসে অবস্থিত অচেতন রেতঃপদার্থ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়, ক্রমে তাহার হস্ত মস্তক প্রভৃতি নানা অঙ্কুরের উদ্গম হয়, আবার সেই জীবরূপে অঙ্কুরিত রেতঃ পদার্থই পর্য্যায়ক্রমে শৈশব যৌবন জরা রোগ প্রভৃতি অনেক উপাধিতে উপহিত হইয়া দর্শন ভোজন শ্রবণ ঘ্রাণ এবং গমন ও আগমন করে, ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রজাল আর কি আছে ?

এখন আপত্তির উত্থাপন এই হইতে পারে যে, মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠ ধাতু ইত্যাদিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য অংশ লইয়াই যদি উপাসনা হয়, তবে তদপেক্ষায় পরিস্ফুট-চৈতন্য মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদির দেহ লইয়া উপাসনা হয় না কেন ? আমরা বলিব, হয় না, এ কথা কে বলিল ? তাহাও হয়—গুরুরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা গুরুর মনুষ্যদেহেই হইয়া থাকে, কুমারী-পূজাও মানব-বালিকার দেহেই হইয়া থাকে, শিবার পশুদেহেই শিব-সীমন্তিনীর উপাসনা হয়, ক্ষেমঙ্করীর পক্ষিরূপেই দক্ষনন্দিনী সাধকের সাধনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এত গেল অন্যের দেহে—প্রথমে সাধকের নিজ দেহেই ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতে হইবে, তবে অন্য দেহে উপাসনার অধিকার জন্মিবে, কিন্তু কেবল ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ লইয়া ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধিই হয়, ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধি হয় না—উপাসনা করিতে হইলেই দেবতার প্রসাদ-মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তির প্রয়োজন, সে মূর্ত্তিও নিজে মনঃকল্পিত কিছু করিয়া লইলে চলিবে না, তিনি স্বয়ং যে সকল মূর্ত্তিতে স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল মূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইবে, সে উপাসনাও আবার শাস্ত্রের অনুমোদিত রূপে করিতে হইবে ; শাস্ত্রানুমোদিত সাধনা হইলেই সিদ্ধি তাহাতে অবশ্যম্ভাবিনী। যেখানে সিদ্ধির সংশ্রব আছে, সেইখানেই মন্ত্রশক্তির একাধিপত্য, মন্ত্রময়ী সাধনায় দেবতার স্বরূপ রূপ মন্ত্রশক্তিবলেই সমুদিত হইবে,

সুতরাং আমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই মন্ত্র প্রতিপাদ্য স্বরূপই আমার একমাত্র ধ্যেয়। নিজ আত্মাতে আমি সেই স্বরূপের ক্ষণিক ধ্যান করিতে পারি, কিন্তু যত দিন সে ধ্যান একান্ত সমাধিতে পরিণত না হইতেছে, তত দিন সে স্বরূপ রূপ নিয়ত হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই— এই অভাব পূরণ করিবার জন্যই বাহিরে মূর্ত্তি স্থাপন। দ্বিতীয়তঃ, পূজাদির সময়ে নিশ্চল ধ্যান হইতেও পারে না—আমি পূজক, তিনি পূজ্য, পূজা আমার কার্য্য, এই ত্রিবিধ জ্ঞান না থাকিলে পূজা হয় না—ইহার মধ্যে আবার প্রত্যেক দ্রব্যাদি দানকালে সেই সেই দ্রব্যবিষয়ক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জ্ঞানের উদয় হইবে; এত বিভিন্ন জ্ঞানের যুগপৎ সম্মিলনে কখনও একান্ত ধ্যান সম্ভবে না—এই জন্যই বাহিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে বাহ্য পূজা সিদ্ধ হয় না।— তবে, আমি ইচ্ছা করিলেই বাহিরের মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির আবির্ভাব কেন হইবে? এ কথার উত্তর স্বতন্ত্র। একতঃ, মন্ত্রশক্তি তাঁহার যে স্বরূপের যে পরিচয় শাস্ত্রে দিয়াছেন, মৃণ্ময় পাষাণময় মূর্ত্তি ইত্যাদি সেই সেই স্বরূপে গঠিত; সুতরাং তাহাতে সেই স্বরূপশক্তির আবির্ভাবের কোন বাধা নাই, বরং অনুকূল উপায়ই যথেষ্ট আছে। তার পর মন্ত্রশক্তি নিজপ্রভাবে জাগরিত হইয়া সাধকের হৃদয়স্থ ব্রহ্মতেজঃ দেবতার বাহ্যরূপে অবস্থিত তেজের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিবেন, তখন উভয় তেজঃ একত্র প্রজ্জলিত হইয়া যজ্ঞাগ্নির ন্যায় সাধকের প্রদত্ত উপহার সকল আত্মসাৎ করিবেন; তাহাতে তোমার আমার আপত্তি করিবার, চিন্তা করিবার কথা কি আছে? মধ্যস্থ মন্ত্রই তজ্জন্য দায়ী—মন্ত্র আপন বলে প্রতিমায় দেবত্ব সঞ্চার করিবেন—তোমাকে আমাকে তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না—এই জন্যই সকল সাধনার মূল মন্ত্রশক্তি, মন্ত্র একেশ্বর হইয়া নিজ অলৌকিক প্রভাববলে যে ত্রিজগতের অতীত ঘটনা সঙ্ঘটিত করিতে পারেন, ত্রিজগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়াও মন্ত্র ব্যতিরেকে তাহা সিদ্ধ করিতে অসমর্থ; মন্ত্রের এই অদ্ভুত মহিমা আছে বলিয়াই তুমি আমি মানব হইয়াও দেবতাকে পূজা করিতে সমর্থ। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অর্চ্চকস্য তপোযোগা—দর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি।

অর্চ্চকের যদি তপস্যার বল অর্থাৎ মন্ত্রে চৈতন্য থাকে, অর্চ্চন দ্রব্যাদির যদি অতিশয়তা থাকে অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্যের উদ্দীপনায় যদি সাধকের হৃদয় দেবতার প্রতি একান্ত তদ্গত হইয়া যায়, আর প্রতিমা যদি দেবতার স্বরূপের অভিরূপ হয়, অর্থাৎ মূর্ত্তিদর্শনমাত্র সাধকের নয়ন মনঃ যদি তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-সাগরে ডুবিয়া পড়ে, তবেই সে মূর্ত্তিতে দেবতা সহসা সন্নিহিত হয়েন। ব্রহ্মময়ীর এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে তিনি নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষ গুল্ম লতা বনস্পতি দেব দানব মানব ইত্যাদি যে যন্ত্রে তাঁহার যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, সে শক্তি সিদ্ধ করিতে হইলেই তাঁহার সেই যন্ত্রে উপাসনা করিতে হইবে। শিবা ক্ষেমঙ্করী শ্মশান শব শক্তি বিল্ব অশ্বত্থ অপরাজিতা গাভী বৃষ ব্রাহ্মণ তীর্থ অগ্নি ইত্যাদিতে তাঁহার উপাসনারও ইহাই মূল। সুযোগ ঘটিলে আমরা যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের তত্ত্বোদ্ঘাটনে হস্তক্ষেপ করিব, এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বুঝিবার কথা যে, যে যন্ত্রে যে মূর্ত্তিতেই তাঁহার উপাসনা করা হউক না কেন, এ সমস্তই তাঁহার স্বরূপ-বিভূতির আরাধনা——এই জন্য জ্ঞানৈকশরণ বৈদান্তিক দণ্ডিগণও বলিয়াছেন———

বিশ্বরূপাধ্যায় এব উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে
ধাত্রাদি স্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ। ১।
ঈশসূত্র বিরাড় বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ
বিঘ্নভৈরবমৈরাল মারিকা যক্ষরাক্ষসাঃ। ২।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ। ৩।
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠ বাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ। ৪।
যথাযথোপাসতে তং ফল মীয়ুস্তথা তথা